দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব

মতিউর রহমান নিজামী

www.pathagar.com

দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব

মতিউর রহমান নিজামী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৬১

৩য় প্রকাশ (আঃ প্র. ১ম)
রমযান ১৪২৬
আশ্বিন ১৪১২
অক্টোবর ২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৮.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

DEEN PROTESTAR DAYTTO by Matiur Rahman Nizami.
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 18.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১. দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ৯
২. দ্বীনের অর্থ ও সংজ্ঞা ১১
৩. দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য ১৪
৪. দ্বীন কায়েম বলতে কি বুঝায় ২০
৫. দ্বীন কায়েম না থাকার পরিণাম ২২
৬. দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক না হবার পরিণাম ২৪
৭. দ্বীন কায়েমের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা ২৬
৮. দ্বীন কায়েম হবে কিভাবে ২৮
৯. এ আন্দোলনে শরীক হতে হবে কেন ? ৩০
১০. দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ও আলেম সমাজ ৩৯
১১. দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বিজয়ী হবেই ৫২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব

ইতিহাসের এক বিশেষ গতিধারায় আবার প্রায় দুনিয়ার সর্বত্র ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়েছে। ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা এবং একটি বিপ্লবী আন্দোলন রূপেও আজ এর উপস্থাপনা হচ্ছে। বিশ্বজোড়া ইসলামী পুনর্জাগরণের এ ধারা থেকে বাংলাদেশও বিচ্ছিন্ন নয়। এ দেশের যমীনেও ইসলামকে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও একটা বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। দেশের প্রায় সর্বস্তরের চিন্তাশীল লোকদের মধ্যে আজ এর পক্ষে অথবা বিপক্ষে আলাপ-আলোচনার একটা ধারাও লক্ষণীয়। কিন্তু এ দেশের মানুষের মাঝে দীর্ঘ দিন থেকে যারা ওয়াজ-নছিহত করে আসছেন অথবা দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন এতদিন তাদের মুখ থেকে ইসলাম সম্পর্কে এ ধরনের আলোচনা-বক্তব্য পেশ করা হয়নি বিধায় ইসলামী আদর্শ, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বক্তব্য সম্পর্কে সাধারণ ধর্মীয় মহলে তেমন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি যেমনটি আশা করা গিয়েছিল। কাজেই নিরেট দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানে পরিচালিত ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া দরকার।

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যে নিছক একটা রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, আবার অনুরূপভাবে নিছক একটা ধর্মীয় আন্দোলনও নয় বরং আল্লাহর বান্দা এবং রসূল (স)-এর উম্মত হিসাবে মুসলমানদের প্রথম ও প্রধানতম দায়িত্ব পালন মাত্র, এ সত্য কথাটি আজ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাধারণ মানুষের সামনে, বিশেষ করে দ্বীনদার লোকদের সামনে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ অনুভূতি, এ উপলব্ধি নিয়েই এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। এ বিষয়টাকে পরিষ্কার করার জন্য আমি দ্বীনের অর্থ ও সংজ্ঞা, দ্বীন-ইসলামের বৈশিষ্ট্য, দ্বীন কায়েম বলতে কি বুঝায়, দ্বীন কায়েম না থাকার পরিণাম, দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক না হবার

www.pathagar.com

পরিণাম, দ্বীন কায়েমের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা, দ্বীন কায়েম হবে কিভাবে, দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে শরীক হতে হবে কেন ? দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ও আলেম সমাজ, দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বিজয়ী হবেই প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনা করবো।

❐

www.pathagar.com

দ্বীনের অর্থ ও সংজ্ঞা

ইসলাম তথাকথিত অর্থে নিছক একটি অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম নয়, আবার দর্শন সর্বস্ব মতবাদও নয়। বরং আল-কুরআনের ভাষায় ইসলাম হলো আল্লাহর কাছে স্বীকৃত ও মনোনীত একমাত্র দ্বীন। আল-কুরআনে রসূল (স) প্রেরণের উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

"আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি রসূল পাঠিয়েছেন হুদা এবং দ্বীনে হক সহকারে অন্যান্য সমস্ত দ্বীনের উপরে বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।"–সূরা আস সফ ঃ ৯

এখানে دِيْنِ حَقّ বলতে ইসলামকে একমাত্র সত্য ও বাস্তবানুগ দ্বীন বলা হয়েছে। আর عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ বলতে মানব রচিত সমস্ত আদর্শ, মতবাদ ও জীবনব্যবস্থাকে ভ্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলামের সঠিক পরিচয় জানতে ও বুঝতে হলে তাই দ্বীন শব্দটির শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ আলোচনা করা দরকার। দ্বীন-এ শব্দটি আল-কুরআনে, হাদীসে এবং আরবী সাহিত্যের ভাষার আলোকে চারটি অর্থ বহন করে ঃ

এক ঃ প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি ;

দুই ঃ আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা ;

তিন ঃ আইন-কানুন ও বিধি-বিধান ;

চার ঃ পরিণাম, পরিণতি, প্রতিদান ও প্রতিফল।

কোথাও প্রভুত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়, কোথাও আবার আইন-কানুন অর্থে, কোথাও প্রতিদান-প্রতিফল অর্থে। কোথাও একযোগে একাধিক অর্থও বুঝাতে পারে। কখন কোথায় এর কোন অর্থ হবে তা বাক্যের আগে পরের যোগসূত্র থেকে সহজেই বুঝে নেয়া যায়। আল-কুরআনে উপরোক্ত চারটি অর্থেই দ্বীন শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। দ্বীন শব্দটির এতগুলো অর্থের প্রয়োগ ও ব্যবহার থাকলেও বিধি-বিধান ও আইন-কানুন অর্থেই সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কুরআনে আল্লাহ দ্বীন ও ইসলামকে এক সাথে আলোচনা করেছেন এভাবে—

www.pathagar.com

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ -

"আল্লাহর কাছে স্বীকৃত ও মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।"

এখানে বিধি-বিধান বা জীবনব্যবস্থাকেই বুঝানো হয়েছে। যখন এক সাথে 'দ্বীন ইসলাম' বলা হয়, তখন দ্বীনের অর্থ জীবনব্যবস্থাই বুঝতে হয়। এছাড়া শুধু দ্বীন বললেও সাধারণত দ্বীন ইসলাম বুঝানো হয়ে থাকে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, দ্বীন ইসলামের মধ্যে দ্বীন শব্দটির চারটি অর্থ নিহিত রয়েছে ঃ

এক ঃ দ্বীন ইসলামের প্রথম ও প্রধানতম কথাই হলো—প্রভুত্ব সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র আল্লাহরই মানতে হবে, আর কারো মানা যাবে না।

দুই ঃ দ্বীন ইসলামের দ্বিতীয় কথা হলো—মানুষ নিরঙ্কুশভাবে আনুগত্য করবে কেবল আল্লাহ ও রাসূলের।

তিন ঃ দ্বীন ইসলামের তৃতীয় কথা হলো—মানুষের জন্য কল্যাণকর, স্বাভাবিক ও বাস্তবানুগ পথ হলো আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল (স) প্রদর্শিত পথ।

চার ঃ দ্বীন ইসলামের চূড়ান্ত ও শেষ কথা হলো—মানুষের এ দুনিয়ার জীবনটাই শেষ নয়, এ জীবনের পর আর এক জীবন আসবে, সেখানে এ দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কার্যক্রমের হিসাব দিতে হবে। এভাবে মানুষ তার জীবনের যাবতীয় কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল, প্রতিদান বা পরিণতি ভোগ করবে সেখানে, আলমে আখেরাতে।

মানুষ হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মৌলিকভাবে দুই ধরনের দ্বীনের সাথে পরিচিত হয়েছে। একটি আল্লাহ প্রদত্ত ও নবী-রাসূলগণ প্রদর্শিত। আল্লাহ প্রদত্ত ও নবী-রাসূলগণ প্রদর্শিত দ্বীনে সর্বযুগে সর্বকালে একই সুর, একই আবেদন ধ্বনিত হয়েছে। তাহলো, আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী কবুল কর, গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব বর্জন কর। দ্বিতীয়টি মানব রচিত দ্বীন। মানব রচিত দ্বীন অসংখ্য ও অগণিত ভিন্ন ভিন্ন সুরে ভিন্ন ভিন্ন শ্লোগানে আবির্ভূত হলেও এরও মূল সুর একই। তাই তো বলা হয়েছে—আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা 'কুফরি মতাদর্শ

www.pathagar.com

মতবাদ যত ভিন্ন নামে ভিন্ন রূপেই উপস্থাপিত হোক না কেন, মৌলিক-ভাবে তা একই পর্যায়ভুক্ত।' আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ○ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ○ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۚ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ○

"আমি মানুষের সামনে দুটি পথ তুলে ধরেছি। একটি পথ আমার আনুগত্য মেনে চলার পথ, অপরটি আমাকে অমান্য করার পথ। আমি কাফেরদের জন্য তৈরি করেছি জিঞ্জির, তওক (কণ্ঠকড়া) ও দোযখের কঠিন ভয়াবহ শাস্তি, আর যারা আল্লাহর আনুগত্য করবে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র পানীয় যাতে কর্পূর মিশানো থাকবে, স্বচ্ছ ঝরণাধারা থেকে সে পান করবে, আর যত খুশি সেখানে এর শাখা-প্রশাখা বানাতে পারবে।"–সূরা আদ দাহর ঃ ৩-৬

অর্থাৎ মানুষের সামনে আল্লাহর দ্বীন ও মানুষের মনগড়া দ্বীন বিরাজমান। মানুষের দায়িত্ব এবং মানুষের কাছে তার মহান স্রষ্টার ইচ্ছা যে, তারা মানুষের মনগড়া মতবাদ, আইন-কানুন বা দ্বীন বর্জন করবে এবং জীবনের সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীনকেই কায়েম করবে, বিজয়ী রূপে প্রতিষ্ঠা করবে। আল্লাহর দ্বীনের অনুসরণ এবং গায়রুল্লাহর দ্বীন বর্জন এমন কি এর মূলোৎপাটনও মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে শামিল। সুতরাং আল্লাহর দ্বীন ও মানুষের দ্বীনের একটা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও পরিধি সম্পর্কেও যথার্থ ধারণা লাভ করা দরকার। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করবো।

❐

www.pathagar.com

দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য

এক ঃ দ্বীন ইসলাম যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল (স) প্রদর্শিত দ্বীন, তাই এতে কোনো প্রকারের সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই, থাকতে পারে না। এ দ্বীন যার কাছ থেকে এসেছে তার পরিচয় হলো–

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ-

'তিনি অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।'

তার জ্ঞানের ক্ষেত্রে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহর দ্বীনের সর্বশেষ রূপ আমরা পেয়েছি শেষ নবীর উপর নাযিলকৃত কিতাব আল-কুরআনের মাধ্যমে। আর সেই কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হলো– لَا رَيْبَ فِيْهِ 'এতে কোনো প্রকারের সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।'

পক্ষান্তরে, মানুষের মনগড়া দ্বীন, মতবাদ বা আদর্শ কখনও সন্দেহ-সংশয়মুক্ত হতে পারে না। মানব রচিত কোনো দ্বীনের প্রবক্তা এটা দাবিও করতে পারে না যে, কেবল তার উপস্থাপিত দ্বীনই সত্য ও সঠিক, অন্যটা মিথ্যা বা অবাস্তব। কারণ, মানুষ কোনো আদর্শ বা মতবাদ রচনা করতে গিয়ে যে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের আশ্রয় নেয় এটা একান্তই সীমাবদ্ধ। এর মাধ্যমে তারা মানুষের অতীত ইতিহাসের সামান্যতম তথ্যেরও সঠিক বিশ্লেষণ করতে সক্ষম নয়। বর্তমান অবস্থাকে যা চোখের সামনে ঘটেছে তারও যথার্থ মূল্যায়ন করার জন্য মানুষের জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি যথেষ্ট নয়। আর ভবিষ্যত তো মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সুতরাং কোনো অবস্থায়ই মানুষের রচিত মতবাদ নির্ভুল ও সংশয়মুক্ত হবার দাবি করতে পারে না।

দুই ঃ দ্বীন ইসলাম মানব জীবনের কোনো বিশেষ দিকে সীমাবদ্ধ নয় বরং গোটা দিক ও বিভাগের জন্য সামগ্রিক ও সার্বিক বিধান দিয়েছে। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, অর্থনৈতিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রভৃতির সমন্বয়েই মানুষের সামগ্রিক জীবন গড়ে উঠে এবং পরিচালিত হয়। একযোগে এ সবগুলো দিক ও বিভাগের জন্য যে আদর্শ বা দ্বীন পরিপূর্ণ ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান দেয় কেবল তাকেই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলা যায়। এ মাপকাঠিতে

www.pathagar.com

বিচার করলে ইসলাম ছাড়া আর যত মতবাদ বা আদর্শ আছে তার কোনো একটিকেও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা বলা যায় না। বরং সেগুলো একদেশদর্শী। জীবনের কোনো এক বা দুটি দিকে সীমাবদ্ধ। অন্যান্য দিক সেখানে উপেক্ষিত অথবা একদিকের সাথে অপরদিক সাংঘর্ষিক বা স্ববিরোধী। যেমন পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাধান্য স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সর্বসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও নিরাপত্তার দিকটি উপেক্ষিত। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক মুক্তি ও নিরাপত্তার শ্লোগানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ চরমভাবে উপেক্ষিত। আর উভয় ব্যবস্থায় মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক দিকটি চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া কোনো কোনো মহল থেকে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র, চীন-রাশিয়ার সমাজতন্ত্রকে ধর্মের সাথে একটা গোজামিল দেয়ার অপপ্রয়াস চালানো হয়। এদের এ প্রয়াস পরস্পর বিরোধী মতাদর্শের সংঘাতে মানবতাকে আরও বিপর্যস্তই করবে। এরা রাজনীতিতে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র, অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্র এবং ব্যক্তি জীবনে ধর্মের কথা বলে। এতে করে রাজনৈতিক জীবনের সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আবার অর্থব্যবস্থার সাথে ধর্মীয় জীবন স্বাভাবিকভাবেই সংঘর্ষমুখর হয়ে উঠে। সুতরাং মানুষের মগজপ্রসূত কোনো ব্যবস্থাই মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান দিতে অক্ষম। এ বিশ্লেষণের আলোকে বলতে হয়, 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।' একথাটা যথার্থ নয় এবং যথার্থ কথা হলো 'ইসলামই মানুষের জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা।'

তিন ঃ দ্বীন ইসলামের অপর বৈশিষ্ট্য হলো, এ দীন কোনো ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর জীবন ব্যবস্থা নয়। আসমান-যমীনের স্রষ্টা, গোটা বিশ্বজাহানের একক মালিকের কাছ থেকে যে দ্বীন এসেছে তা চিরন্তন, শাশ্বত এবং সর্বকালের ও সর্বযুগের মানুষের জন্য আধুনিকতম ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম। পক্ষান্তরে, মানুষের মনগড়া মতাদর্শ কোনো বিশেষ দেশের বিশেষ অবস্থার জন্য তৈরি হয়ে থাকে তা সেই দেশেও বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। কোনো কোনো সমাজ বিজ্ঞানী এক একটা সভ্যতার আয়ুষ্কাল এক শতাব্দীর বেশি নয় বলে নিজেরাই মনে করে থাকেন। বাস্তবে কোনো আদর্শ তার 'আদর্শ' রূপে দুনিয়ার কোথাও

www.pathagar.com

একদিনের জন্যও কায়েম হতে পারে না। তা কেবল মুখরোচক শ্লোগান এবং আবেগ সৃষ্টির হাতিয়ার রূপেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইসলাম সর্বযুগের ও সর্বকালের জন্য আধুনিক এবং যুগোপযোগী বাস্তবমুখী জীবন ব্যবস্থা হিসেবে টিকে থাকতে পারার রহস্য এর প্রথম ও প্রধানতম উৎস কুরআন আল্লাহর শাশ্বত বাণী। আলিমুল হাকিমের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এ কিতাবে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে আর মানব সমাজের যত সমস্যার জন্ম নেবে সবকিছুর সমাধান করার মত মৌলিক উপাদান রয়েছে পূর্ণরূপেই। এর মৌল উপাদান থেকে সমাধান বের করার প্রধানতম ও একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম রাসূলের সুন্নাহ। এ সুন্নাহ অহিলব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতির সংকলন বৈ আর কিছুই নয়। এরপর ইজমায়ে উম্মত ও ইজতেহাদের স্থান। এ ইজতেহাদের ব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সর্বযুগের ও সর্বকালের সর্বপ্রকারের সমস্যাবলীর সমাধান বের করার একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাই ইসলামকে একটা গতিশীল জীবন ব্যবস্থা হিসেবে যুগে যুগে প্রতিষ্ঠা লাভের উপযুক্ততা দান করেছে।

চার ঃ দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো, এ দ্বীন মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সাথে পরিপূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই একে 'দ্বীনে ফিতরাত' বা স্বভাবধর্মও বলা হয়ে থাকে। মানুষের স্রষ্টা জন্মগতভাবে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতির মধ্যে বাছ-বিচার করার যে শক্তি ও যোগ্যতা দিয়েছেন, সেটা ইসলাম মেনে চলার জন্য সহায়ক। ইসলামের বিধি-নিষেধগুলোও মানুষের স্বভাব প্রকৃতির অনুকূলে— প্রতিকূলে নয়। যুগ যুগ ধরে মানুষের সহজাত প্রকৃতি যেসব ভাল কাজকে ভাল বলে স্বীকার করে আসছে সেই কাজগুলোকেই ইসলাম সৎকাজ বলে ঘোষণা করেছে। সেইসব সৎ গুণাবলীর বিকাশ ইসলামের কাম্য। পক্ষান্তরে সর্বযুগে সর্বকালেই মানুষের বিবেক-বুদ্ধি কিছু কার্যকলাপকে মন্দ বলে আসছে, তার নিন্দা করে আসছে। ইসলাম ঐসব কাজগুলোকেই অসৎকাজ নামে আখ্যায়িত করে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে তা দূর করার আহ্বান রেখেছে। তাই তো ইসলামে ভাল কাজকে বলা হয়েছে 'মারূফ' অর্থাৎ যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধির কাছেও ভাল বলে পরিচিত। আর খারাপ কাজকে বলা হয়েছে 'মুনকার'। অর্থাৎ যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বরং অস্বীকৃত। এমনিভাবে ইসলামে যেসব

www.pathagar.com

জিনিসকে হালাল বলা হয়েছে কুরআন তাকে 'তাইয়েবাত' নামে অভিহিত করেছে যার অর্থ সুরুচিসম্পন্ন। আর যেসব জিনিসকে হারাম বলা হয়েছে কুরআন তাকে 'খাবিছাত' নামে অভিহিত করেছে। যার অর্থ 'কুরুচিসম্পন্ন' বা রুচি গর্হিত।

পাঁচ ঃ দ্বীন ইসলামের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো, এ দ্বীন যেহেতু সন্দেহ মুক্ত, পূর্ণাঙ্গ, শাশ্বত এবং মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুতরাং এ দ্বীন কোনো বাতিল দ্বীনের অধীনতা স্বীকার করা তো দূরের কথা তার সাথে আপোষ করতেও প্রস্তুত নয়। এ দ্বীন এসেছে তার বিপরীতমুখী যাবতীয় মতবাদ-মতাদর্শের উপর বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যেই। আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা ঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

"আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি রাসূল পাঠিয়েছেন হুদা ও দ্বীনে হক সহকারে অন্যান্য দ্বীন বা মতবাদসমূহের উপর এ দ্বীনকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।"–সূরা আস সফ ঃ ৯

দ্বীন ইসলামের ঘোষণা ঃ

اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ۔

"ইসলামই সত্য আর কুফর অসত্য।"

সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর কুরআন ঘোষণা দেয় ঃ

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۔

"সত্য সমাগত মিথ্যা বিতাড়িত, মিথ্যার অবলুপ্তি অনিবার্য।"
–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮১

আমরা বলে থাকি ঃ

اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ۔

"ইসলাম হলো আলো আর কুফলী হলো অন্ধকার।"

আলো-আঁধারের প্রাধান্য স্বীকার করাতো দূরে থাক, এ দুইয়ের সহাবস্থানও সম্ভব নয়। ইসলামের এ আলোকে নিভিয়ে দেবার জন্যে ইসলাম বিরোধী শক্তি সদা তৎপর। ইসলামের এ আলোকে নির্বাপিত

www.pathagar.com

করে মানবতাকে চির অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখার জন্যে শয়তানী শক্তিসমূহ বদ্ধপরিকর। কুরআনের ভাষায় ঃ

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○ ـ الصف : ٨

"এরা ফুঁৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। অথচ আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেই ছাড়বেন কাফেরদের তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।"–সূরা সফ ঃ ৮

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

"আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি রাসূল পাঠিয়েছেন হুদা এবং দ্বীনে হক সহকারে, আল্লাহর দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের উপরে পুরোপুরি বিজয়ী হিসেবে কায়েম করার জন্যে।"–সূরা সফ ঃ ৯

ইসলামের মৌখিক ঘোষণা যা কালেমায়ে তাইয়েবার মাধ্যমে আমরা পেয়েছি, তাতেও গায়রুল্লাহর ইলাহিয়াত বর্জন করে আল্লাহর ইলাহিয়াত বা সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার এক আপোষহীন ও বলিষ্ঠ ঘোষণাই বিবৃত হয়। কালেমার বাস্তবায়নের ঘোষণা কুরআনের ভাষায় ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَاانْفِصَامَ لَهَا ط ـ البقرة : ٢٥٦

"যারা তাগুত বা খোদাদ্রোহী শক্তিকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তারা যেন এক মজবুত রজ্জু আঁকড়ে ধরে, যা কখনও ছিন্ন হবার নয়।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬

দ্বীন ইসলামের এ সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো একটু গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে যে কেউ বুঝতে সক্ষম হবে যে, 'ইসলাম স্বয়ং একটি বিপ্লবী আন্দোলন।' এ আন্দোলনই হলো ইসলামের প্রাণসত্ত্বা। এ প্রাণসত্ত্বাকে বাদ দিয়ে ইসলামের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। এজন্যেই রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "ইসলামকে বিজয়ী করার, বিজয়ী হিসেবে টিকিয়ে রাখার আন্দোলন কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে।"

www.pathagar.com

ইসলামের এ অন্তর্নিহিত সত্ত্বা ও শক্তিকে উপলব্ধি করার জন্যে দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য নামে একটা অধ্যায়ের অবতারণা করতে হলো। অন্যথায় আমরা সরাসরি দ্বীন কায়েম বলতে কি বুঝায় এবং সে দায়িত্বটা কোন পর্যায়ের সে আলোচনায় আসতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু সমাজে দ্বীনদার নামে পরিচিত লোকদেরও অনেকেই 'ইসলামী আন্দোলন' 'ইসলামী বিপ্লব' প্রভৃতি বিষয়কে নতুন আমদানি বা নতুন আবিষ্কার বলে মনে করেন এবং সে কারণে এ সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। এ ভুল ধারণা বা ভুল বুঝাবুঝি দূর হলে দ্বীনকে বিজয়ী করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাওফিক দিলে তারাও একটা অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। দ্বীনের এ নিজস্ব স্বকীয় প্রাণসত্ত্বা সম্পর্কে ইয়া আল্লাহ! তোমার দ্বীনের মুখলেস খাদেমদের সীনাকে খুলে দাও। আমীন।

❐

www.pathagar.com

দ্বীন কায়েম বলতে কি বুঝায়

উপরে আমরা দ্বীন ইসলামের যে বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলাম, তার আলোকে একথা পরিষ্কার হয়েছে যে, "দ্বীন মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ প্রদত্ত রসূল (স) প্রদর্শিত আদর্শকে পুরোপুরি অনুসরণের নাম, আর এ পুরোপুরি অনুসরণ তখন সম্ভব যখন কোনো দেশে এ দ্বীন বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।"

আমাদের বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এ দেশের প্রায় চৌদ্দ কোটি মানুষের শতকরা পঁচাশি ভাগ মুসলমান। এ দেশে লক্ষ লক্ষ মসজিদ, হাজার হাজার মাদরাসা এবং আল্লাহ তায়ালার ফজলে লাখ লাখ আলেম-ওলামাও আছেন। দেশের বড় বড় কর্তাব্যক্তি বক্তৃতার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলেন। রাজধানী শহরের রাস্তার মোড়ে মোড়ে কুরআনের আয়াত সম্বলিত সাইনবোর্ডও শোভা পাচ্ছে। সর্বোপরি দেশের সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহর প্রতি ঈমানের সংযোজন হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এখানে আল্লাহর দ্বীন কায়েম নেই। যে দেশে দ্বীন কায়েম হয় সে দেশের শাসক মৌলিকভাবে চারটি কাজে রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে থাকেন ঃ (১) নামায কায়েম করা (২) যাকাত আদায় ও বণ্টন করা (৩) ভাল ও সৎকাজের আদেশ দান করা (৪) অসৎ ও খোদাবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করা। এ মৌলিক চারটি কাজ করতে গেলে তিনটি অবস্থার উপস্থিতি অপরিহার্য ঃ

(১) কুরআন ও সুন্নাহর আইন রাষ্ট্রীয় আইনরূপে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

(২) উক্ত কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দেশ পরিচালনায় উপযুক্ত প্রশাসন কাঠামো এবং সৎ, খোদাভীরু ও যোগ্য প্রশাসকমণ্ডলী।

(৩) জনগণকে আল্লাহর আইন মেনে চলার উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রচার ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে পূর্বোল্লেখিত দ্বীনের চারটি মৌলিক কাজে রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকাতো দূরের কথা পরোক্ষ সমর্থনও নেই বরং আরো তিক্ত সত্য হলো, রাষ্ট্রশক্তি কোথাও পরোক্ষ, কোথাও প্রত্যক্ষভাবে ঐ চারটি কাজে উম্মতে মুসলেমাকে নিরুৎসাহিত এমনকি বাধাগ্রস্ত করছে।

www.pathagar.com

দেশের আইন, প্রশাসন, বিচার পদ্ধতি তথা যাবতীয় কার্যক্রম চলবে গায়রুল্লাহর বিধানমতে আর সেখানে এ গায়রুল্লাহর বিধান বাতিল দ্বীন ইসলামের কাজ করার যতটুকু সুযোগ দেয় কেবল এতটুকু ইসলাম থাকাকে দ্বীন কায়েম থাকা বলে না। ইসলাম এমন অবস্থা ও পরিস্থিতিকে মেনে নেয়ার জন্যে কখনও প্রস্তুত নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে এর স্বপক্ষে কোনে অনুমোদন বা সমর্থন নেই। আল্লাহর তো নির্দেশ ঃ

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ـ البقرة : ١٩٣

"বাতিল দ্বীনের ধারক-বাহকদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত রাখ যতক্ষণ না ফেতনাসমূহ উৎখাত হয় এবং সামগ্রিক ব্যবস্থা আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩

❐

www.pathagar.com

দ্বীন কায়েম না থাকার পরিণাম

দ্বীন কায়েম না থাকার কারণে আজ আমাদের সমাজে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করাটা হয়ে পড়েছে সবচেয়ে কঠিন কাজ, আর নাফরমানি করা হয়েছে সহজসাধ্য। অথচ দ্বীন কায়েম থাকলে ইসলাম দ্বীনে ফিতরাত হবার কারণে আল্লাহ রাসূলের আদেশ-নিষেধ অনুসারে জীবন যাপন হতো সহজসাধ্য আর এর বিপরীতটা হতো কষ্টকর। দ্বীন কায়েম না থাকার কারণে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য যেসব কাজকে ফরয করেছেন আমরা ঠিকমত সেগুলো আঞ্জাম দেবার সুযোগ পাচ্ছি না। পক্ষান্তরে যেসব কাজকে আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন সেগুলো বর্জন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ অবস্থায় আমাদের নামাযও কায়েম হচ্ছে না। যা হচ্ছে তাকে কায়েম নয়, আদায় বলা হয়। নামায তো কায়েম হবে সেদিন যেদিন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নর-নারীকে নামাযের ফরয আদায়ের জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। সে নির্দেশ লংঘিত হলে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। নামাযে রাজধানী শহরের কেন্দ্রীয় মসজিদে ইমামতি করবেন রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং অথবা তাঁর প্রতিনিধি। অন্যান্য মসজিদের ইমামগণ হবেন তাঁর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদায় স্বীকৃত। অনুরূপভাবে যাকাতের ব্যাপারটাও নিতে পারি। যেভাবে রাসূল (স)-এর যামানায়, খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় যাকাত গ্রহণ ও বণ্টন হতো সেভাবে গ্রহণ ও বণ্টন এ সমাজ ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। অথচ যাকাতের ক্ষেত্রে রাসূল (স) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতই একমাত্র বৈধ ও বিজ্ঞানসম্মত। যাকাত ধনী-গরীবের পার্থক্য দূর করে যে একটা সামাজিক বিপ্লব ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির যোগ্যতা রাখে, ব্যক্তিগতভাবে যাকাত বণ্টন ও গ্রহণের মাধ্যমে সেটা কোনো দিনই অর্জিত হতে পারে না। এমনিভাবে রোযা যে পরিবেশ দাবি করে, বর্তমান অবস্থায় সেই পরিবেশ আমরা কিছুতেই আশা করতে পারি না। হজ্জ আল্লাহ ফরয করলেও দেশের সরকারের অনুমোদন না পেলে আমাদের পক্ষে এ ফরযের উপর আমল করা সম্ভব হচ্ছে না।

অনুরূপভাবে আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন। অথচ আমাদের গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে সুদের ভিত্তিতে। তাই এ হারামকে

www.pathagar.com

বর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। আল্লাহ জেনাকে হারাম করেছেন। অথচ রাষ্ট্রীয় আইনে কিছু লোকদের জেনার ব্যবসা করার লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে। উক্ত জেনার ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জানমালের হেফাযতের জন্যে অন্য কথায় স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসা চালাতে সাহায্য করার জন্যে সরকারি তহবিল থেকে যে পুলিশ বাহিনীকে ভরণ-পোষণ করা হয়, তাদের এক অংশ নিয়োজিত থাকছে যাতে করে দেশের সবাই প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে এতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা পর্দাকে ফরয ও উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা হারাম করেছেন। আর দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পর্দা প্রথাকে নিরুৎসাহিত করে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার জোর পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে। ইসলাম যেখানে মানুষের জানমাল ও ইজ্জত-আবরুর হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করে, সেখানে বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে মানুষের জানের নিরাপত্তা নেই, মালের নিরাপত্তা নেই, ইজ্জত-আবরুর কোনো নিরাপত্তা নেই। ইসলাম চায় ফেতনা-ফাসাদের অবলুপ্তি, আর আজ আমাদের সমাজটাই ফেতনা-ফাসাদের সর্বগ্রাসী সয়লাবে নিমজ্জিত। ইসলাম জনগণের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও ন্যায়বিচারের গ্যারান্টি দান করে, নারী সমাজকে আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার দিয়ে সম্মানজনক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। আমাদের সমাজে সেই ইসলাম কায়েম না থাকার ফলেই দেশের অগণিত মানুষ ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, নারী সমাজ বঞ্চিত মানুষের মর্যাদা থেকে, বঞ্চিত তারা সত্যিকারের নারীর সম্মান ও অধিকার থেকে। এমনিভাবে ধর্মীয় ও মানবীয় উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই আল্লাহর দ্বীন কায়েম না থাকায় অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। আল কুরআনের ভাষায় ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ-

"জলে স্থলে ফেতনা-ফাসাদের যে তাণ্ডবলীলা বয়ে চলছে, এটা মানুষের কৃতকর্মের ফল।"–সূরা রূম ঃ ৪১

www.pathagar.com

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক না হবার পরিণাম

সাধারণত এ দেশের দ্বীনদার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ রাজনৈতিক কার্যক্রমকে তাকওয়া-পরহেজগারীর বা দ্বীনদারীর খেলাফ মনে করে থাকেন। অথচ যেখানে আল্লাহর দ্বীন কায়েম নেই, যেখানে আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে শাসন চলে না, সমাজের কাজ কারবার চলে না, বিচার-ফায়সালা হয় না সেখানে তাকওয়ার ন্যূনতম দাবিও পূরণ করা সম্ভব হয় না। শত চেষ্টা করেও, মনের ষোলআনা আন্তরিকতা সত্ত্বেও দ্বীনদারী রক্ষা করা যায় না এবং তাকওয়ার দাবি পূরণ করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় কোনো এক পর্যায়ে দ্বীন বিরোধী পরিবেশের সাথে এ দ্বীনদার লোকেরা মনের অজান্তেই পুরোপুরি আপোষ করে ফেলতে বাধ্য হন। যার ফলশ্রুতিতে ঈমান শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যাবার উপক্রম হয়।

আল্লাহর রাসূলের ঘোষণার আলোকে এ প্রতিকূল ও দ্বীন বিরোধী পরিবেশের মোকাবেলায় যারা ক্ষমতা প্রয়োগের যোগ্যতার অধিকারী তারাই প্রথম সারির ঈমানদার। আর যারা মৌখিক প্রতিবাদে সক্ষম তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর ঈমানদার। আর যারা মনে মনে ঘৃণা করে তারা হলো দুর্বলতম ঈমানদার।

রাসূল (স)-এর উল্লেখিত ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে আল্লাহর নাফরমানীর পর্যায়ে পড়ে এমন কাজের প্রতি যার মনে ঘৃণাটুকুও নেই তার মধ্যে ঈমান আছে এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণই থাকতে পারে না। আরো বাস্তব কথা হলো প্রতিষ্ঠিত অনৈসলামী সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা-চেতনা যাদের মনে নেই, এ কাজে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে যারা অপারগ তাদের মনের ঘৃণাটুকুও কোনো এক পর্যায়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। অতএব দ্বীন কায়েমের এ আন্দোলনে শরীক না হওয়ার ব্যক্তিগত পরিণাম ঈমানের দাবি পূরণে ব্যর্থতা। আর এ অবস্থায় এক পর্যায়ে ঈমানের ন্যূনতম পুঁজিটুকুও হারাবার আশঙ্কা রয়েছে।

এছাড়া আন্দোলনে শরীক না হবার আরো একটি ভয়াবহ পরিণাম রয়েছে। তাহলো দুনিয়াতেই আল্লাহর গযবের আশঙ্কা। কোনো সমাজে আল্লাহর নাফরমানী যদি ব্যাপকতা লাভ করে আর সেখানে সংস্কার,

www.pathagar.com

সংশোধন ও পরিবর্তনের কোনো প্রচেষ্টা না থাকে, তাহলে আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহর গজব আসে। অতীতের নবী-রাসূলগণের দাওয়াত অস্বীকারকারী অনেক জাতিকেই তো আল্লাহ তায়ালা সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। উম্মাতে মুহাম্মদীর প্রতি আল্লাহ তায়ালার খাস মেহেরবানী থাকার কারণে এবং রাসূলের খাস দোআ থাকায় সেরূপ সর্বগ্রাসী গজব অবশ্য উম্মাতের উপর আসবে না। তাই বলে অবাধে আল্লাহর নাফরমানীর সয়লাব বয়ে যাবে এটাও আল্লাহ বরদাশত করবেন না। এ নাফরমানী ব্যাপক হলে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পারস্পরিক মারামারি, খুন-খারাবি তথা গৃহযুদ্ধের আকারে আল্লাহর সেই গজব উম্মাতের উপরে আসবে। এমন সমাজে ব্যক্তিগতভাবে এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল লোক থাকলেও সে গজব থেকে রেহাই নেই।

এ পর্যায়ে আল্লাহর শেষ নবী অতীত যুগের ইতিহাস থেকে একটি ঘটনা বলে তার উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। আজকের দিনে সেই সতর্কবাণীটি আমাদের বার বার স্মরণ করা উচিত। আল্লাহর রাসূলের বর্ণিত সেই ঘটনা হলো—কোনো একটি জনপদের লোকদের নাফরমানী-মূলক আচরণের কারণে আল্লাহ তায়ালা উক্ত জনপদ ধ্বংস করার জন্য নির্দিষ্ট ফেরেশতাকে নির্দেশ দিলেন। ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে বলা হলো, হে আল্লাহ! উক্ত জনপদে তো একজন আবেদ লোক আছে। তবুও কি ঐ এলাকা ধ্বংস করতে হবে ? আল্লাহ তায়ালা বললেন, একথা জেনেই তো আমি নির্দেশ দিয়েছি। ঐ আবেদ লোকটি থাকা সত্ত্বেও ঐ জনপদকে ধ্বংস করতে হবে এবং ঐ লোকটি সহই ধ্বংস করতে হবে। যার ব্যক্তিগত এবাদত-বন্দেগী জনপদের লোকদের নাফরমানীমূলক কাজের ব্যাপারে তার মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। ব্যক্তিগতভাবে বন্দেগীতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নাফরমানীতে ভরপুর ঐ সমাজ পরিবর্তনের কোনো চিন্তা-ভাবনাই সে করেনি।

❐

www.pathagar.com

দ্বীন কায়েমের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা

'দ্বীন কায়েম না থাকার পরিণাম' এ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছি যে, দ্বীন কায়েম না থাকার কারণে যুগপৎভাবে আমরা ফরয, ওয়াজিব প্রভৃতি কাজ আনজাম দিতে যেমন ব্যর্থ হচ্ছি, তেমনি ব্যর্থ হচ্ছি হারাম কাজসমূহ বর্জন করতে। এ পরিণাম থেকে বাঁচতে হলে দ্বীন কায়েম করা সবচেয়ে বেশি জরুরি কাজ হিসেবে প্রমাণিত হয়, এটাতো স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধির দাবি। ইসলামী শরীয়তেও আল্লাহর যমীনে এবং মানুষের জীবনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার এ কাজকে ফরয কাজ হিসেবে—ফরযে আইন হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। বাস্তবতার দাবী অনুসারে এ কাজটা কেবল ফরয কাজই নয়, সব ফরযের বড় ফরয। কারণ অন্যান্য ফরযের উপর যথার্থ আমল এ ফরযটার উপর নির্ভরশীল।

শরীয়তের দৃষ্টিতে যেখানে দ্বীন ইসলাম কায়েম আছে সেখানে সেটাকে কায়েম রাখার জন্যে চেষ্টা করা ফরয। এ ফরযটা যেহেতু রাষ্ট্রীয়ভাবে আনজাম দেয়া হয় সেই কারণে ফরযে কেফায়া। আজ যেখানে দ্বীন কায়েম নেই অথচ মুসলমান আছে সেখানে দ্বীন কায়েমের জন্য দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা ফরয। এ ফরয আনজাম দেবার জন্যে যেহেতু জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী কোনো সংস্থা (রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভাব) থাকে না কাজেই এ অবস্থায় দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা ফরযে আইন।

প্রকাশ থাকে যে, দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টাকে আল-কুরআনের ভাষায় 'জিহাদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। জিহাদের সূচনা হয় 'দাওয়াত ইলাল্লাহর' মাধ্যমে আর পরিসমাপ্তি হয় কেতাল বা সংঘর্ষ-সংঘাত বা যুদ্ধের মাধ্যমে। সংঘর্ষ-সংঘাত বা যুদ্ধের ব্যাপারে অসুস্থ, রুগ্ন, বৃদ্ধ ও বিকলাঙ্গ প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের অব্যাহতি দেয়া আছে। কিন্তু দাওয়াতের পর্যায়ে যার যার জায়গায় বসে যে কেউই তো এ কাজ আনজাম দিতে পারে। মূল কাজটা দ্বীন কায়েমের জন্যে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ সবার জন্যেই ফরয থেকে যায়। সুতরাং অংশ বিশেষের ব্যাপারেই (অর্থাৎ যুদ্ধের) ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়ার পারিভাষিক বিতর্ক প্রযোজ্য, গোটা কাজের ক্ষেত্রে নয়।

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ করতে চাই, কোনো রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ছাড়া কারো পক্ষে যুদ্ধ বা কেতালের সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার নেই।

দ্বীন কায়েমের প্রমাণ দুটো উপাদানের একটি কুরআন সুন্নাহর আইন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া, অপরটি রাসূল (স)-এর অনুসারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। দ্বীন কায়েম রাখার স্বার্থে রাসূল (স)-এর অনুসারী নেতৃত্ব কায়েমকে সাহাবায়ে কেরাম (রা) সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম (রা) রাসূলের জানাযা এবং কাফন-দাফনের আগে ইসলামী মিল্লাতের জন্যে নেতৃত্ব নির্বাচন করেছেন। আল-কুরআনে 'উলিল আমরের' আনুগত্যের কথা আছে। তাই 'উলিল আমর' হবে ঈমানদারদের মধ্য থেকে। এ থেকেও স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করার জন্যে 'উলিল আমর' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হাদীসে রাসূলেও তাই ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নেতৃত্বের হাতে বাইয়াত গ্রহণ ছাড়া মৃত্যুবরণকে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আকায়েদের আলোচনায় نصب الامـــام। নেতৃত্ব নির্বাচন একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসাবে গুরুত্ব পেয়ে আসছে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বক্তব্য হলো ঃ

نَصْبُ الْاِمَامِ وَاجِبٌ عَلَى الْاُمَّةِ -

"ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা উম্মাতের উপর ওয়াজিব।"

উল্লেখযোগ্য যে, ফেকাহ ও মুতাকাল্লেমীনদের কাছে পরিভাষা হিসেবে ওয়াজিব ফরয অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

দ্বীন কায়েম হবে কিভাবে

দ্বীন কায়েমের এ ফরয আমরা কিভাবে আনজাম দেব, এ ব্যাপারে আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল (স)-এর সুন্নাহ নীরব বা নিশ্চুপ নয়। আল কুরআন যেখানে اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ 'দ্বীন কায়েম কর' এ নির্দেশ দিয়েছে সেখানে এর বাস্তব রূপায়ণের জন্য تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ "জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে।" এরও ঘোষণা দিয়েছে। মালের কুরবানী ও জানের কুরবানী দিয়ে প্রাণান্তকর সংগ্রাম সাধনার মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হবে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জিন্দেগী, সংগ্রামের ইতিহাসই তার পথপ্রদর্শক। নবী (স) এ লক্ষ বাস্তবায়নের জন্যই নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ الْجَمَاعَتِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ لِلّٰهِ ـ

"আমি তোমাদেরকে পাঁচটি জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছি, আমার আল্লাহ যে পাঁচটি জিনিসের নির্দেশ আমাকে দিয়েছেন। তাহলো ঃ (১) জামায়াত (২) জামায়াতের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ শ্রবণ (৩) ও বাস্তবায়ন (আনুগত্য) (৪) আল্লাহর অপসন্দনীয় কাজ বর্জন (৫) আল্লাহর পথে জিহাদ।"

আল কুরআনের শিক্ষার আলোকে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আদর্শের আলোকে দ্বীন কায়েমের জন্যে তাই একটা সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো অপরিহার্য। যারা আল্লাহর দ্বীনের অনুসরণ করতে চায়, আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম ও বিজয়ী হিসেবে দেখতে চায়, তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি জামায়াত কায়েম করতে হবে। উক্ত জামায়াতের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশাবলী নিজেরা অনুসরণ করার প্রয়াস পাবে এবং সমাজে তা কায়েমের চেষ্টা চালাবে। এভাবে আল্লাহর কিছু নেক বান্দাদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা আল্লাহর সাহায্য লাভে সক্ষম হলেই আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

দ্বীন কায়েমের এ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা পরিচালিত হতে হবে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংগ্রামী জীবনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তিনি তাঁর সংগ্রামী জীবনে যে কাজ আনজাম দিয়েছেন আল কুরআনের ভাষায় ঃ

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ـ البقرة : ١٢٩

"(১) আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো। (২) কিতাব ও হিকমাতের তালিম ও তারবিয়াত দান। (৩) সাথীদের চরিত্র গঠনের প্রচেষ্টা চালানো–এভাবে গড়ে উঠা লোকদের মাধ্যমেই তিনি সামগ্রিক বিপ্লব সাধনে সক্ষম হয়েছেন। মোটকথা, মুহাম্মাদ (স)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সুসংঘবদ্ধভাবে একটি বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হতে পারে। দ্বীন কায়েমের এটাই স্বাভাবিক উপায়। এ বিপ্লবী আন্দোলন তার পদক্ষেপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রস্তুতির স্তরে এবং বিপ্লবের চূড়ান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের স্তরে ভিন্ন ভিন্ন Stratugy গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু মৌলিক ব্যাপারে রাসূলের কর্মসূচীর বাইরে যেতে পারবে না। রাসূলের কর্মসূচিতে দেখা যায়, মক্কার প্রাথমিক পর্যায়েও দাওয়াত দেবার ক্ষেত্রে কোনো কিছু রেখে ঢেকে কথা বলা হয়নি। আল্লাহ তায়ালাও এমনটি করার অনুমতি দেননি।

وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ج لَامُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ق وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ○

"হে নবী! তোমার রবের কিতাবের মধ্য থেকে যাকিছু তোমার উপর ওহী করা হয়েছে তা (হুবহু) শুনিয়ে দাও। তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই, (আর যদি তুমি কারো স্বার্থে তার মধ্যে পরিবর্তন করো তাহলে) তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পালাবার জন্য কোনো আশ্রয়স্থল পাবে না।"–সূরা আল কাহাফ ঃ ২৭

অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও নবীর নেতৃত্ব গ্রহণের এ মৌলিক আহকাম যে কোনো অবস্থায় যে কোনো পরিবেশে জানাতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশের চাপ উপেক্ষা করে, চরম যুলুম-নির্যাতনের হুমকি উপেক্ষা করে, যারা এ দাওয়াত কবুল করবে তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি সুশৃঙ্খল ও সুযোগ্য কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হলে, পরবর্তী কাজ অর্থাৎ বিপ্লবের চূড়ান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন স্বাভাবিকভাবেই সফলতার দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

এ আন্দোলনে শরীক হতে হবে কেন ?

এ পর্যন্তকার আলোচনায় আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত আদর্শ দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমরা মোটামুটিভাবে বুঝতে প্রয়াস পেয়েছি। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বীন কায়েমের আন্দোলন ফরয প্রমাণিত হওয়ার পর এ থেকে দূরে থাকার আর কোনো সঙ্গত কারণই থাকতে পারে না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দ্বীন কায়েমের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে শরয়ী হুকুম-আহকাম সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হবার পরও অনেকে এতে রাজনীতির গন্ধ আবিষ্কার করে এবং একে পাশ কাটাতে চান। অনেকে ফেতনার জামানার অজুহাত পেশ করে নিরিবিলি জীবন যাপন করে ঈমানের হেফাযত করতে চান। দুনিয়ার ঝামেলায় না জড়িয়ে আখেরাতে মুক্তির সন্ধানে দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করতেও কুণ্ঠবোধ করেন না। এমন দ্বীনদার-পরহেজগার লোকদের জন্যে দ্বীন কায়েমে কেন শরীক হতে হবে এ পর্যায়ে শুধু শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরয এতটুকু বলা যথেষ্ট মনে হয় না। কারণ, দীর্ঘদিন যাবত দ্বীনি মূল্যবোধ সম্পর্কে যে মনোভাব আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত সেখানে নিছক একটা জিনিস ফরয প্রমাণিত হলেই যে আমলের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাবে, এমনটি আশা করা যায় না। কারণ, এ সমাজে ফরযের চেয়ে নফল, মুস্তাহাব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আসন পেয়ে আসছে। কাজেই এ কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্যে আমি নিম্নবর্ণিত কতগুলো বিষয়ের প্রতি দেশের দ্বীনদার ধর্মপ্রাণ ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ঃ

এক ঃ আমরা আল্লাহর এ যমীনে তাঁর খলিফার দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। খলিফা হিসেবে আমাদের কাজ হলো আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বা বিধান মত নিজে চলতে হবে, মানুষের সমাজকে চালাতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে ইবাদাত-বন্দেগী, তাসবিহ-তাকদিস করার জন্যে ফেরেশতা তথা গোটা সৃষ্টিই রয়েছে। খলিফা হিসেবে মানুষকে এ দুনিয়ায় পাঠাবার ব্যাপারে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ -"আমরাইতো তোমার প্রশংসাসহ তাসবিহ পড়ছি, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।" এর জবাবে আল্লাহর ঘোষণা, 'আমি যা জানি তোমরা তা জান না' বেশ লক্ষণীয়। এর অন্তর্নিহিত সত্য হলো, মানুষকে কেবল ঐ তাসবিহ-তাকদিসের জন্যেই পাঠানো হচ্ছে না, পাঠানো হচ্ছে মানুষের

www.pathagar.com

সমাজে আল্লাহর আইন-কানুন চালু ও জারি করার জন্যে। সুতরাং আল্লাহর খলিফার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে হলে দ্বীন কায়েমের এ কাজে অংশগ্রহণ না করে উপায় নেই।

দুই ঃ আমরা আল্লাহর খলিফা এবং বান্দা হবার সাথে সাথে শেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মাতও বটে। কোন্ কাজ করলে তার উম্মাত থাকা যায় আর কোন্ কাজ করলে থাকা যায় না, সে ব্যাপারেও আমাদেরকে সজাগ-সচেতন থাকতে হবে। মুহাম্মাদ (স) দুনিয়ার সব মানুষের নবী, সব মানুষের রাসূল এবং নেতা হিসেবে এ দুনিয়ায় এসেছিলেন। তাঁর সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে, সব মানুষের কাছেই তাঁর পক্ষ থেকে আল্লাহর দ্বীনের পরিচয় ও দাওয়াত পৌছাতে হবে। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদেরকে দ্বীনের হুকুম-আহকাম অনুসরণের সুযোগ করে দিতে হবে। কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজটি অব্যাহত গতিতে চালিয়ে নেবার দায়িত্ব তাদের যারা নিজেদেরকে উম্মাতে মুহাম্মাদী নামে পরিচয় দিয়ে থাকেন। নবী (স) যে কাজের জন্যে এসেছিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত সেই কাজ তাঁর উম্মাতকেও আনজাম দিতে হবে। নবী (স) এসেছিলেন দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে। সুতরাং তাঁর উম্মাত হওয়ার হক আদায় করতে হলে সেই কাজ অবশ্যই আনজাম দিতে হবে।

كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط ـ البقرة : ١٤٣

"এভাবেই আমরা তোমাদের একটি মধ্যম পন্থানুসারী উম্মাত বানিয়েছি, যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রসূল যেন সাক্ষী হয় তোমাদের উপর।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩

এ আয়াতের তো এটাই প্রকৃত তাৎপর্য। তাছাড়া নবী (স)-এর প্রচুর বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, তার উম্মাতকে 'আমর বিল মারুফ ও নেহি আনিল মুনকারের' দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে বিদায় হজ্জের শেষ ভাষণে তিনি তাঁর উম্মাতকে স্থায়ীভাবে দুটো উপহার দিয়েছেন এবং একটি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। উপহার হলো, আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাহ, আর দায়িত্ব হলো রাসূল (স)-এর শিক্ষাকে অনুপস্থিত লোকদের নিকট পৌছে দেয়া।

www.pathagar.com

বলা হয়েছে, "আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা সেই দুটো আঁকড়ে থাকবে, ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবার বা গোমরাহ হবার কোনো ভয় থাকবে না।" আফসোস, দ্বীন কায়েমের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি যাদের নেই তারা আল্লাহর বান্দা এবং নবীর উম্মাতদেরকে কুরআন-সুন্নাহ থেকে সুকৌশলে দূরে রাখার অপপ্রয়াসে লিপ্ত। শেষ নবীর সতর্কবাণীর প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ থাকলে এমনটি কি হতে পারে ? সুতরাং দ্বীনদার ভাইদেরকে ভেবে দেখতে হবে, তথাকথিত দ্বীনদারীর ছদ্মাবরণে আমরা যাচ্ছি কোথায়।

তিন ঃ দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টাকে রাজনৈতিক কর্ম মনে করে ফেতনার জামানায় যারা রাষ্ট্র ও সমাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূল (স)-এর বক্তব্য পেশ না করাকে সবরের দাবি মনে করেন এবং এসব ঝামেলা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ঈমানের হেফাযত করতে চান, তাদের ভেবে দেখা উচিত ঈমানের প্রকৃত হেফাযত কিভাবে হতে পারে। হাদীসে রাসূল (স)-এর আলোকে বুঝা যায়, আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজ শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দিতে পারাটা প্রথম শ্রেণীর ঈমান, মুখে প্রতিবাদ করা দ্বিতীয় শ্রেণীর ঈমান আর মনে মনে ঘৃণা পোষণ হলো সবচেয়ে নিম্নস্তরের ঈমান—এমন নিম্নস্তরের যে এর পরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও আর থাকে না। এ থেকে কি আমরা পরিষ্কার হেদায়াত পাই না যে, ঈমানের হেফাযত কিসে হতে পারে ? আল্লাহর কুরআন তো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজকে ঈমানের অনিবার্য দাবি হিসেবেই উপস্থাপন করেছে। বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف ـ التوبة : ١١١

"প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে।"—সূরা আত তাওবা ঃ ১১১

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ ـ النساء : ٧٦

www.pathagar.com

"যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কুফরী পথ অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৭৬

এভাবে আল কুরআন ঈমানের ও ঈমানদারের যে পরিচয় ও সংজ্ঞা দিয়েছে, তার ভিত্তিতে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায়, দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে অংশগ্রহণ ঈমানের স্বাভাবিক দাবি এবং এ থেকে দূরে অবস্থান করে ঈমানের হেফাযত অসম্ভব।

চার ঃ তাছাড়া আমাদের সমাজের দ্বীনদার লোকদের মধ্যে বেশি বেশি সওয়াবের কাজের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ দেখা যায় এবং ভুল শিক্ষার ফলে যদি কোনো নফল-মুস্তাহাব আমলে বেশি ফযিলতের কথা শুনে তাহলে অনেক সময় সেই কাজটাকে ফরয কাজের উপরেও স্থান দিয়ে থাকেন। আফসোস, যদি তারা এ ক্ষেত্রেও সঠিক জ্ঞানের সন্ধান পেতেন, তাহলে অনেক বিভ্রান্তির কবল থেকে তারা রক্ষা পেতেন। কিন্তু সঠিক জ্ঞানের সন্ধান পাবেন কি করে ? আল কুরআন এবং সুন্নাতে ছাবেতা ছেড়ে কেবল নফল-মুস্তাহাব কাজের ফযিলত চর্চায় ডুবে থাকলে এমন সুযোগ তো আসতেই পারে না। আল্লাহর কুরআন বলে ঃ

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَايَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদে হারামের খেদমতকে সেইসব লোকদের কাজের সাথে তুলনা করতে চাও যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদে শরীক হয়েছে ? আল্লাহর কাছে এ দুটো কাজ সমমর্যাদা পেতে পারে না।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ১৯

সামনে অগ্রসর হয়ে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজে অংশগ্রহণকারীদের اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ –আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদাবান অভিহিত করা হয়েছে। হাদীসে রাসূলেও আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত জিহাদকে উত্তম আমল বলা হয়েছে।

পাঁচ ঃ আমাদের দেশে যারা কোনো না কোনো পর্যায়ে দ্বীনদারীর কাজে নিয়োজিত, নিজেদেরকে দ্বীনদার মনে করেন, তারা সবাই অন্তত

www.pathagar.com

আখেরাতের নাজাত কামনা করেন এবং তাদের জানা মতে যেসব কাজকে নাজাতের উছিলা মনে করেন, সেগুলোর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বও আরোপ করে থাকেন। এসব দ্বীনদার ধর্মপ্রাণ ভাইদের সামনে যদি কুরআন এবং হাদীসের আলোকে নাজাতের প্রকৃত উপায় স্পষ্ট থাকতো, তাহলে তারা দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে জান-মাল দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন বলেই আমার বিশ্বাস হয়। এ পর্যায়ে বেশি লম্বা-চওড়া আলোচনায় যেতে চাই না। কেবল সূরা সফের শেষ রুকূর শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণই যথেষ্ট মনে করি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ - الصف : ١٠-١١

"হে ঈমানদার লোকেরা, আমি কি তোমাদেরকে সেই ব্যবসায়ের কথা বলবো যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে ? তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সম্পদ ও নিজেদের জান-প্রাণ দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম যদি তোমরা জান।"

–সূরা আস সফ ঃ ১০-১১

ছয় ঃ আখেরাতের নাজাত যাদের কাম্য তাদেরকে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে—নাজাত আসবে কোন্ পথে। জবাবদিহি করতে হবে কোন্ কোন্ বিষয়ে। দুনিয়া তো আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। এ শস্যক্ষেত্রে তাকে আখেরাতের শস্য উৎপাদনের জন্যে যেসব বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা দায়িত্বশীল বানিয়েছেন, সেসব বিষয়েই তো জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর কিতাব খুলে আমাদের দেখা উচিত তিনি আমাদেরকে কোন্ কোন্ বিষয়ে দায়িত্বশীল বানিয়েছেন। আল্লাহর আইন ও রাসূলের পদাঙ্ক অনুযায়ী নেতৃত্বের অভাবে মানুষের সমাজ যুলুমে ভরপুর। শোষণ-নিপীড়নের তাণ্ডবলীলা বয়ে চলেছে এখানে। এখানে মানুষের এক বিরাট অংশ যেমন বঞ্চিত দুমুঠো খাবার থেকে, তেমনি এক টুকরো কাপড় থেকে, মাথা গুজবার একটু ঠাঁই থেকে। বঞ্চিত শিক্ষার আলো ও চিকিৎসার সুযোগ থেকে। বঞ্চিত ন্যায়বিচার তথা জান-মাল-ইজ্জত-আবরুর

www.pathagar.com

নিরাপত্তা থেকে। আল্লাহ ঈমানের দাবিদারদের সামনে মযলুম মানবতার এ করুণ দৃশ্য তুরে ধরে এ প্রতিকার বিধানে সংগ্রামী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে বলেন ঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج ـ النساء : ٧٥

"(হে ঈমানদার লোকেরা!) এমনকি ওজর থাকতে পারে, যে কারণে তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছ না। অথচ মযলুম মানুষ, আবালবৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বলছে, হে আমাদের রব! এ জনপদ থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও যে জনপদের অধিকর্তারা যালেম।"–সূরা আন নিসা ঃ ৭৫

এ যুলুম, এ শোষণ-নিপীড়ন যেহেতু আল্লাহর দ্বীন কায়েম ছাড়া দূর হতে পারে না, তাই আল্লাহ চান ঈমানদার লোকেরা এর বিরুদ্ধে লড়াই করুক। সুতরাং আল্লাহর দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টার সংগ্রাম সাধনার মাধ্যমে মযলুম মানবতার দুর্দশা ও দুর্গতি দূর করার কাজে আমার ভূমিকা কি ছিল এ সম্পর্কে যে অবশ্যই আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে এবং এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

সাত ঃ 'দ্বীন কায়েমের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা এবং দ্বীন কায়েম না থাকার পরিণাম' এ দুটো অধ্যায় আমরা আলোচনা করেছি। দ্বীন কায়েমের কাজটা শরয়ী দৃষ্টিতে ফরয, শুধু ফরয নয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয। যাবতীয় ফরয কাজ আনজাম দেয়া এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা নির্ভর করে এ ফরয কাজটির উপরেই। তাই এ কাজটির ফরযিয়াত সাব্যস্তও হয়েছে দলিলে কাতয়ী বা অকাট্য এবং সুস্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ ـ الشورى : ١٣

"(হে নবী!) আপনাদের জন্যে সেই দ্বীনকেই প্রবর্তন করেছি, যে দ্বীনের ব্যাপারে নূহ কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আপনাদের প্রতি সেই

www.pathagar.com

অহি নাযিল করেছি এবং ইবরাহীম ও মূসা এবং ঈসা কে নির্দেশ দিয়েছিলাম তাহলো, 'দ্বীন কায়েম কর'।"–সূরা আশ শূরা ঃ ১৩

আট ঃ

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط ـ الشورى : ١٣

"দ্বীন কায়েম কর এবং এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি কর না।"

–সূরা আশ শূরা ঃ ১৩

এ আয়াতটিতে যেমন একদিকে দ্বীন কায়েমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তেমনি একটা সুষ্ঠু ইঙ্গিতও দেয়া হয়েছে যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি হয় দ্বীন কায়েম না থাকার কারণেই। আজ দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে শরীক হওয়ার আহ্বানকে অনেকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করতে চান যে, ইসলামের নামে এত দল উপদল কেন ? অনেকে হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন, এত দল উপদল ভেঙ্গে চুরমার করতে না পারলে কিছু হবে না। এ হতাশা অবশ্য একেবারে অযৌক্তিক নয়। তবে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই আমাদের কাছে ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হতে পারে। আজকের মুসলমানদের অনৈক্য ও শতধা বিভক্তির সূচনা হয়েছে খেলাফতের পতন এবং রাজতন্ত্রের আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই। মুহাম্মাদ (স)-এর সময় মুসলমানগণ একদল এক উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ও মুসলিম মিল্লাতে কোনো দল-উপদল সৃষ্টি হতে পারেনি। দ্বীনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে মতপার্থক্য তখনও ছিল। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রশক্তি সবার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করায় সে মতপার্থক্য বিভেদ সৃষ্টির পরিবর্তে সমস্যার সহজ সমাধানে সহায়ক উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। তাই এহেন অনৈক্য ও দল-উপদলের খপ্পর থেকে উম্মাতে মুসলিমাকে উদ্ধার করতে হলেও দ্বীন কায়েম ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার ও কাফেরের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, আর যারা কাফের তারা সংগ্রাম করে আল্লাহদ্রোহিতার পথে।" আমরা দেখতে পাচ্ছি, যারা কাফের, প্রকাশ্যে কাফের না হলেও যারা আল্লাহর দ্বীনকে মানে না তারা কুফরী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে, গায়রুল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে প্রাণান্তকর চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে সুসংগঠিতভাবে আল্লাহর

www.pathagar.com

দ্বীনের পথে একদিকে যেমন বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছে তেমনি অপরদিকে তাদের মনগড়া মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে মাঠে-ময়দানের সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। ব্যাপক প্রস্তুতি সহকারে তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে মানুষের সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করছে। এটা আমরা সবাই প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। আমরা প্রত্যেকেই এর সাক্ষী। অথচ এর পাশে ঈমানদার লোকদের যে ভূমিকা হবার কথা ছিল তা আমরা বাস্তবে তেমন একটা উপলব্ধি করতে পারছি না। কর্মতৎপরতার দৃষ্টিতেই হোক, সংঘবদ্ধতা ও সঠিক প্রস্তুতির দৃষ্টিতেই হোক আমরা যারা ঈমানের দাবীদার, কুফরী শক্তির মোকাবিলায় তাদের ভূমিকা না মানুষের কাছে হিসেবের যোগ্য, না আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। আর কুরআনের আয়নায় ঈমানদার ভাইয়েরা যদি যার যার চেহারাটা একবার দেখে নিতেন তাহলে অবশ্য অবশ্যই তাগুতের মোকাবিলায় আল্লাহর পথে সংগ্রামের চেতনা ফিরে পেতেন।

ঈমানের দাবীদার হবার কারণে আখেরাতের সাফল্যই চূড়ান্ত সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হবার কথা। আর আখেরাতের সাফল্য যাদের কাম্য দুনিয়ার লাভ-ক্ষতির চিন্তা-ভাবনা তাদের আগলে দাঁড়াতে পারে না। আল্লাহর পথে সংগ্রামের গুরুত্ব পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও যারা এ পথে এগুতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ায় একটা ঝামেলা মুক্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনের মোহই তাদের সকল চিন্তা-চেতনার নিয়ামক। আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন ঃ

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ○ ـ الانفطار : ٩

"কক্ষণও নয়, বরং তোমরা শেষ বিচারের ব্যাপারটাকেই অস্বীকার করে বসেছ।"–সূরা ইনফিতার ঃ ৯

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○ ـ الاعلى : ١٦

"বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছ, (আখেরাতের ব্যাপারটাকে আপাতত রেখে দিচ্ছ)।"–সূরা আ'লা ঃ ১৬

প্রকৃতপক্ষে আমলের ময়দানে এসে এ ধরনের সংগ্রামবিমুখ তথাকথিত ঈমানদার লোকদের ভূমিকা আখেরাতের জীবনের প্রতি আদৌ বিশ্বাস পোষণ করে না এমন লোকদের চেয়েও অধিকতর দুনিয়া পূজার সামিল

www.pathagar.com

হয়। কুফরীর পথে, গায়রুল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী এ দুনিয়ার জীবনের পর আর কিছু নেই বিধায় তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু দুনিয়ার সাফল্য ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এরপরও বাতিল মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে। যৌবনের সুখময় জীবনকে জেল-যুলুমের কবলে নিক্ষেপ করে চরম দুর্ভোগকে বরণ করে নিচ্ছে। আখেরাতের সাফল্য যাদের চূড়ান্ত লক্ষ তারা দুনিয়াকে, দুনিয়ার জীবনের সুখ-শান্তিকে তাদের তুলনায় বেশি উপেক্ষা করার কথা কিন্তু তাদের ধারের-কাছেও আমরা যেতে পারছি কি ? কুফরী শক্তির তৎপরতা, প্রস্তুতি ও ত্যাগের দৃশ্য কি আমাদের ঈমানী সম্ভ্রমকে চ্যালেঞ্জ করে না ?

❒

www.pathagar.com

দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ও আলেম সমাজ

এক ঃ মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি। সমগ্র সৃষ্টিলোকের মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি। আসমান-যমীনের সর্বত্র আল্লাহর আইন বাধ্যতা-মূলকভাবে কার্যকর আছে। সৃষ্টিলোকের কোথাও কেউ এ আইন অমান্য করতে পারে না, পারছেও না। একমাত্র মানুষ এ নিয়মের কতকটা বাইরে অবস্থান করছে। অবশ্য মানুষের দৈহিক দিকটা অন্যান্য সৃষ্টির মতই আল্লাহর দেয়া প্রাকৃতিক বিধান মেনে চলছে। কিন্তু মানুষের দেহের উপর কর্তৃত্ব করে যেই অন্তরসত্ত্বা বা মানব সত্ত্বা তাকে তার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে খোদায়ী বিধান মানা বা না মানার সীমিত একটা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ○ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ق نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ○ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ○ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ○

"মানুষ তো এ দুনিয়ায় আসার আগে কোনো আলোচনার বস্তুই ছিল না। তাকে তো এক সংমিশ্রিত শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছি যাতে করে তাকে পরীক্ষা করতে পারি, এজন্যই তো তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছি। তাকে পথের সন্ধান দিয়েছি। ইচ্ছে করলে সে শোকরগোজার হবে। আর ইচ্ছে করলে সে নাফরমান হবে। কাফের বা নাফরমানদের জন্যে শিকল, কণ্ঠকড়া ও প্রজ্জ্বলিত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। পক্ষান্তরে নেককার লোকেরা (জান্নাতে) কর্পূর মিশ্রিত শরবত পান করবে।"–সূরা আদ দাহর ঃ ১-৫

আরো বলা হয়েছে ঃ

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ○ ـ الشمس : ٨

"তাকে (মানব সত্ত্বাকে) তাকওয়া ও ফুজুরের ব্যাপারে ইলহাম করা হয়েছে।"–সূরা আশ শামস ঃ ৮

www.pathagar.com

অর্থাৎ মানুষের এ সত্ত্বাকে ভালো-মন্দের বিচারশক্তি দেয়া হয়েছে এবং এ বিচার শক্তি প্রয়োগের উপর তার সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করছে।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ○ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ○ ـ الشمس : ٩-١٠

"যে এ শক্তিকে উন্নত ও পবিত্র করবে, সে হবে সফলকাম, আর যে একে অবদমিত করবে সে হবে বিফলকাম।"–সূরা শামস ঃ ৯-১০

খোদায়ী বিধান মানা না মানার এ সীমিত স্বাধীনতাটুকুর ভিত্তিতেই মানুষ সৃষ্টির সেরা, আল্লাহর খলিফা। আল কুরআনে এটাকে আমানতরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ○

"আমি এ আমানত আসমান, যমীন এবং পাহাড়ের নিকট পেশ করলাম। তারা এটা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল (অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করল) ভয়ে ভীত কম্পিত হলো। অতপর মানুষ এ দায়িত্ব মাথা পেতে নিল। সন্দেহ নেই এখন সে যালেম এবং জাহেলের ভূমিকা পালন করছে।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৭২

আল্লাহর এ যমীনে এবং মানুষের জীবনে আল্লাহর আইনই মানুষকে মানতে হবে। এটাই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। মানবজাতিকে এখানে পাঠাবার বা সৃষ্টি করার প্রকৃত উদ্দেশ্য এটাই।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○ ـ الذريت : ٥٦

"আমি মানুষ ও জ্বীনকে আমার ইবাদাত করা ছাড়া আর কোনো কারণে সৃষ্টি করিনি।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬

وَمَا اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ٧ ـ

"তাদেরকে কেবলমাত্র এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, তারা নিরংকুশ-ভাবে একমাত্র আমারই দাসত্ব করবে।"–সূরা আল বাইয়্যেনা ঃ ৫

অতএব মানা না মানার স্বাধীনতাটুকু পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ পরীক্ষারও মূল কথা স্বাধীনতার আমানতটুকুর সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার।

www.pathagar.com

যে আমানতের সফল প্রয়োগ করবে আল্লাহর হুকুম মেনে চলবে সে হবে সফলকাম। আর যে এর অপপ্রয়োগ করবে অর্থাৎ নাফরমানীর পথ বেছে নিবে সে হবে বিফলকাম। সমগ্র সৃষ্টিলোক বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর আইন মেনে চলেছে, মানুষ তাদের স্বাধীনতা সত্ত্বেও সেই আল্লাহরই আইন মেনে চলুক। মানুষের বিবেকের কাছে আল্লাহ তায়ালা বার বার বিভিন্ন স্টাইলে সে কথাই উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○ ـ ال عمران : ٨٣

"মানুষ কী আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য কিছু কামনা করে ? অথচ আসমান যমীন ও গোটা সৃষ্টিলোক ইচ্ছায় হোক, চাই অনিচ্ছায় হোক, একমাত্র তারই আনুগত্য করে চলেছে, পরিশেষে তার কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩

আল্লাহ মানবজাতিকে এ আমানত দিয়ে, খলিফার কঠিন দায়িত্ব ও মহান মর্যাদা দিয়ে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেননি। তাকে সাহায্য করার জন্যে আল্লাহ স্বয়ং ব্যবস্থা করেছেন। মানুষ দুনিয়ায় আসার মুহূর্তেই আল্লাহ এ ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন ঃ

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ ـ البقرة : ٣٨

"আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত যাবে, যারা এ হেদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের ভয়ের কোনো কারণ থাকবে না, দুশ্চিন্তার কোনো হেতু থাকবে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩৮

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এ 'হেদায়াত' যুগে যুগে এসেছে অহীর মাধ্যমে, কিতাব বা সহিফা আকারে। মানুষের মধ্য থেকেই কিছু মানুষকে আল্লাহ তায়ালা এ কাজটার জন্যে বাছাই করেছেন। আল্লাহর কিতাব বা সহিফার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর হুকুম-আহকামের কথা, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা, কল্যাণ-অকল্যাণ ও সুখ-দুঃখের প্রকৃত বার্তা লাভ করেছে। আর আল্লাহর বাছাইকৃত ঐসব বান্দা, যাদের মাধ্যমে কিতাব বা সহিফা মানুষের কাছে পৌঁছেছে, নিজেদের জীবনকে বাস্তব নমুনা হিসেবে

www.pathagar.com

তুলে ধরে জীবন্ত কিতাবের ভূমিকা পালন করেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত আমানতের সদ্ব্যবহার এবং খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে এসব আল্লাহর বান্দাগণ ছিলেন আল্লাহর মনোনীত শিক্ষক। মানুষের হেদায়াতের জন্যে আল্লাহ তায়ালার এ ব্যবস্থাটাই নবুওয়াত বা রিসালাত নামে অভিহিত। আর যাদের মাধ্যমে এ কাজটি আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন তারাই মানুষের ইতিহাসে নবী বা রাসূল নামে পরিচিত।

দুই ঃ মানুষের হেদায়াতের জন্য, মানুষের সমাজে মনুষ্যত্ব ও মানবতার বিকাশ ও সংরক্ষণের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কিতাব বা সহিফা এসেছে, সেগুলোর মূল আবেদন, মূল সুর ও মূল বক্তব্য কি ছিল, তা নির্ণয়ের উপরই নবী-রাসূলদের আসল পরিচয় জানা নির্ভর করে। দুনিয়ার প্রচলিত অর্থে নবী-রাসূলগণ ধর্মগুরু বা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই চিত্রিত। ধর্মের আধুনিক সংজ্ঞানুযায়ী তাদের সাথে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের তেমন কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়। এ ক্ষেত্রে কুরআন সর্বযুগের সর্বকালের নবী-রাসূল ও কিতাব সম্পর্কে যে ঘোষণা দিয়েছে তার আলোকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায় ; আল্লাহর কিতাব বা সহিফাসমূহ সীমিত অর্থে নিছক ধর্মীয় গ্রন্থ ও ধর্মীয় নীতি কথা ছিল না, তেমনি নবী-রাসূলগণও নিছক ধর্মগুরু বা আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন না। আল্লাহর কিতাব বা সহিফাসমূহের মূল বক্তব্য ছিল দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য আল্লাহর যমীনে, মানুষের সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, যুলুম, শোষণ ও নিপীড়ন-নির্যাতনের কবল থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করা। আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট ঘোষণা ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج - الحديد : ٢٥

"আমি যুগে যুগে রাসূল পাঠিয়েছি, তাদের সাথে কিতাব ও মিজান (ন্যায়দণ্ড) দিয়েছি—যাতে করে মানুষ ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫

আল কুরআনের ঘোষণার আলোকে নবী-রাসূলগণের কাজ ও আদর্শের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা মানুষের জীবনে কোনো একটি বিশেষ দিক ও বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কোনো বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্যও

www.pathagar.com

নয়। নবী-রাসূলগণের আদর্শের মূলকথা মানবতা ও মনুষ্যত্ব। মানুষের দুটি বিপরীতমুখী পরিচয় এসেছে আল কুরআনে। একদিকে মানুষ সৃষ্টির সেরা। অপরদিকে পশুর চেয়েও অধম। মানুষ সৃষ্টির সেরা হয় আল্লাহ প্রদত্ত এবং নবী-রাসূলদের প্রদর্শিত পথ বা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান অনুসরণ করে। আর পশুত্ব ও বর্বরতায় নিমজ্জিত হয় উক্ত হেদায়াত উপেক্ষা করে, মানুষের মনগড়া মত ও পথের অনুসরণ করে। তাই মানুষের সমাজে, মানুষের উপযোগী আদর্শ সমাজ কায়েমের বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনাই ছিল নবী-রাসূলগণের আসল কাজ। তারা মানব জাতির সামনে দুনিয়ার এ পার্থিব জীবনের চেয়ে পরপারের জীবনের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপন করলেও সেই পরপারের জীবনের সাফল্যের জন্যে এ দুনিয়ার জীবনের কার্যক্রম আল্লাহর মনোনীত পথে পরিচালনার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ দুনিয়াকে ফেতনা, ফাসাদ ও যুলুম, শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে মুক্ত করার কাজকেই আল্লাহর সন্তোষ ও নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাই বিনা দ্বিধায় আমরা বলতে পারি, তাদের আদর্শ ছিল ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়—আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

তিন ঃ আল্লাহ তায়ালা মানুষের হেদায়াতের জন্য নবুওয়াত বা রেসালাতের যে ব্যবস্থা করেছেন তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে। তিনি সর্বশেষ নবী, সর্বশেষ রাসূল। তারপরে আর কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না। এর পূর্ব পর্যন্ত নবুওয়াতের এ ধারায় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে যাদের আল্লাহ তায়ালা নবী বা রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, তাদের গণ্ডী সেই যুগ বা দেশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। দুনিয়ার ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তার সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে এ সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। নবী হিসাবে বিচার করলে শেষ নবীও সমস্ত নবী-রাসূলদেরই (আ) একজন।

لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ق - البقرة : ٢٨٥

"আমরা রাসূলদের কারও মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৫

নবী হিসাবে সবাই আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত, আল্লাহর পক্ষ থেকে অহিপ্রাপ্ত এবং একই দ্বীনের ধারকবাহক। আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা ঃ

www.pathagar.com

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ

"তোমাদের তো সেই দ্বীন প্রবর্তনের দায়িত্ব দিয়েছি, যেই দ্বীনের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলাম নূহকে। সে দ্বীনের ব্যাপারে অহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে (হে মুহাম্মাদ) তোমাকে। যে ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা কে। (তাদের সবার প্রতি নির্দেশ ছিল) দ্বীন কায়েম কর, দ্বীনের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ সৃষ্টি কর না।"–সূরা আশ শুরা ঃ ১৩

নবী-রাসূলগণের উপরোক্ত পরিচয়ের দিক দিয়ে শেষ নবী ও অন্যান্য নবী-রাসূলগণের মধ্যে নবুওয়াতের ও রেসালাতের দৃষ্টিতে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু মুহাম্মাদ (স) শেষ নবী হবার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যেহেতু তার পরে আর কোনো নবী আসবে না, অতএব তার নবুওয়াত ও রেসালাতের পরিধি ব্যাপক ও সার্বজনীন। তাঁর সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বযুগের সর্বকালের সকল দেশের সকল ভাষা ও বর্ণের মানুষের তিনি নবী, সবার তিনি রাসূল এবং সব মানুষের তিনি নেতা। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তার নবুওয়াত ও রেসালাতকে সর্বযুগের সর্বকালের সব মানুষের জন্য যথেষ্ট বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁকে রহমাতুল্লিল আলামীন হিসাবে স্বয়ং আল্লাহই ঘোষণা করেছেন। তার নবুওয়াতকে অহিলব্ধ হেদায়াত আসার সর্বশেষ স্তর হিসাবে আখ্যা দিয়ে তাকে খাতামুন্নাবীয়্যীন বলা হয়েছে।

তাঁর নবুওয়াত সব মানুষের জন্য যথেষ্ট বলা হলেও স্বশরীরে তিনি তার সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষের কাছে পৌঁছার সুযোগ পাননি।

রহমত ও কল্যাণের পয়গাম সরাসরি তিনি নিজে সমস্ত দুনিয়াবাসীর কাছে পৌঁছাবার সুযোগ পাননি। কারণ, নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর তিনি মাত্র ২৩ বছর এ দুনিয়ায় ছিলেন। বলতে গেলে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডেই তিনি সরাসরি এ দাওয়াত পৌঁছাবার সুযোগ পেয়েছেন। এরপরও তিনি রহমাতুল্লিল আলামীন, তার নবুওয়াত কা-ফফাতাল্লিন্নাস কিভাবে ? একটু গভীরভাবে আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহর প্রতি দৃষ্টি দিলেই এ প্রশ্নের সহজ উত্তর বেরিয়ে আসে। রাসূল (স) কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজটি

www.pathagar.com

জারি রাখার লক্ষে একটি আদর্শ দল, একটি শ্রেষ্ঠ জাতি গড়ে তুলেছেন, যাদের পরিচয় কুরআনের ভাষায় ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط - ال عمران : ١١٠

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, গোটা মানবজাতির কল্যাণেই তোমাদের গড়া হয়েছে। তোমাদের দায়িত্ব হলো, তোমরা মানবজাতিকে সৎপথে পরিচালিত করবে অসৎপথে বাধা দান করবে। সর্বোপরি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

অন্যত্র আরো সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط - البقرة : ١٤٣

"এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি রূপে (অন্য অর্থে আন্তর্জাতিক মর্যাদা সম্পন্ন উত্তম জাতি হিসেবে) তৈরি করেছি যাতে করে তোমরা সমগ্র মানুষের জন্য সত্যের সাক্ষ্য বা আদর্শ স্থানীয় হতে পার–আর রাসূল তোমাদের জন্য সত্যের সাক্ষদাতা বা আদর্শ রূপে সামনে থাকেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩

বিদায় হজ্জের মুহূর্তে কিয়ামত পর্যন্ত এ দাওয়াত জারি রাখার জন্য রাসূল (স)-এর দুটি হেদায়েত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একটি হলো ঃ

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ -

"আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি আল্লাহর কুরআন এবং আমার সুন্নাহ। যতক্ষণ তোমরা এ দুটো আঁকড়ে ধরে থাকবে পথভ্রষ্ট হবে না।"

অপরটি হলো ঃ

فَلْيُبَلِّغُوا الشَّاهِدَ الْغَائِبَ -

www.pathagar.com

"উপস্থিত লোকেরা অনুপস্থিত লোকদের কাছে আমার এ পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবে।"

এ দুটো হেদায়াতের মাধ্যমেই রাহমাতুল্লিল আলামীন কিয়ামত পর্যন্ত তার দাওয়াত জারি রাখার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে যারাই তার উম্মাত হিসাবে পরিচয় দেবে, তাদের কেউ রাসূলের পক্ষ থেকে, শেষ নবীর পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। আল্লাহ প্রদত্ত, রাসূল (স) প্রদর্শিত দ্বীনের বা আদর্শের ভিত্তিতে সর্বযুগের সর্বকালের সব মানুষের ঘরে ঘরে কল্যাণ ও শান্তির বার্তা পৌঁছাতে হবে। অকল্যাণ ও অশান্তির কবল থেকে দুনিয়ার নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করতে হবে, মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ঈমানের, তার প্রতি ভালবাসা ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এটাই হলো অনিবার্য দাবি। শেষ নবীর এ আসল পরিচয় এবং তার পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাঁর সঠিক প্রতিনিধিত্ব করাই উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

চার ঃ নবী ও রাসূলদের পরিচয় আলোচনা করলে যেমন আমরা নবুওয়াত ও রেসালাতের মর্যাদার ভিত্তিতে কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারি না, তাদের দাওয়াতের মূল সুরের মধ্যেও কোনো তারতম্য খুঁজে পাই না। তেমনি কোনো পার্থক্য বা তারতম্য খুঁজে পাই না তাদের আদর্শের মধ্যেও। আদম (আ) থেকে নিয়ে শেষ নবী মুহাম্মাদ পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলগণই একই আদর্শের অনুসারী ছিলেন, একই দ্বীনের ধারক ও বাহক ছিলেন। এতদসত্ত্বেও শেষ নবী হওয়ার কারণে যেমন তার নবুওয়াত ও রেসালাত ব্যাপক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তেমনি তার আদর্শও এক ও অভিন্ন হবার পাশাপাশি পরিপূর্ণতা, ব্যাপকতা, বাস্তবতা ও গতিশীলতার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, সমস্ত নবী-রাসূলগণই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা-সাধনা করেছেন, সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু সব নবীর জীবনেই দ্বীন বিজয়ী হয়েছে ইতিহাসে এর উল্লেখ নেই। তাছাড়া একজনের প্রতিষ্ঠিত শরীয়তের বিধান সব দিকগুলো সব যুগের জন্য কার্যকরও হয়নি কিন্তু মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল দ্বীনকে বিজয়ী করা।

www.pathagar.com

এ বিজয় একবার এসেই চির বিদায় নেয়নি। বার বার বিজয়ী হবে। বিশেষ করে দুনিয়া শেষ হবার আগে একবার গোটা বিশ্বব্যাপী এ দ্বীন চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হবে। এ কারণে শেষ নবীর আদর্শ গতিশীল ও চির আধুনিক আদর্শ। তার আদর্শ মূলত কুরআন কেন্দ্রীক। আল কুরআনের আদর্শের মূলকথা হলো ঈমানিয়াত। সেই ঈমানের ভিত্তিতে মানুষের চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে এতে রয়েছে, আনুষ্ঠানিক এবাদাতের বিধান। তার পাশে রয়েছে জীবনের সর্বদিক, সব ক্ষেত্রে সব বিভাগে আল্লাহর হুকুম জানার জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ কুরআন কেন্দ্রিক আদর্শকে বাস্তবরূপ দিয়েছেন আল্লাহর নির্দেশে ও সরাসরি তার পরিচালনায় তারই রাসূল। কুরআনী আদর্শের এ বাস্তব রূপটাই সুন্নাহ। পরবর্তী পর্যায়ে সর্বযুগের ও সর্বকালের মানুষের সমস্যা, জিজ্ঞাসার জবাব কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেবার জন্য জ্ঞান-গবেষণাকে অপরিহার্য করা হয়েছে। এ গবেষণালব্ধ আদর্শ ইজতেহাদী শক্তিই ইসলামকে চির আধুনিক আদর্শ বা জীবন বিধান হিসেবে টিকে থাকার যোগ্যতা দান করেছে।

পাঁচ ঃ শেষ নবীর পক্ষ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনকে কায়েম রাখার ও কায়েম করার দায়িত্ব সাধারণভাবে সমস্ত উম্মাতের আর বিশেষভাবে উম্মাতের মধ্য থেকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের। এ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ নায়েবে রাসূল বা রাসূলের প্রতিনিধির মর্যাদার অধিকারী। অতীতে এক নবীর জামানা শেষ হলে আর এক নবীর মাধ্যমে আল্লাহ যে কাজ নিয়েছেন, শেষ নবীর অবর্তমানে উম্মাতের আলেমদের মাধ্যমে সে কাজ আনজাম দেবার ব্যবস্থা আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর রাসূল করে গেছেন। তিনি বলেছেন, "আলেমগণ নবীদের ওয়ারিস। নবীগণ টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ রেখে যান না, তারা সম্পদ হিসেবে রেখে যান দ্বীনের এলেম।" আল্লাহর শেষ নবী মুহাম্মাদ (স) সেই দ্বীনের এলেম কুরআন ও সুন্নাহ রূপে আমাদের কাছে, তার উম্মাতের কাছে আমানত রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এ কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক এলমে দ্বীনই শেষ নবীর রেখে যাওয়া প্রকৃত সম্পদ। এ এলমে দ্বীনের ধারক-বাহকগণই নবীর প্রকৃত ওয়ারিস।

শেষ নবীর আদর্শ, তাঁর দাওয়াত দুনিয়ার সব মানুষের কাছে পৌঁছাবার যে দায়িত্ব সাধারণভাবে সমস্ত উম্মাতের, সেই দায়িত্ব পালনে উম্মাতকে পরিচালনার দায়িত্ব আলেম সমাজের উপরেই ন্যস্ত। এ দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালন করা ছাড়া কেউ নবীর ওয়ারিস হতে পারে না, নায়েবে নবীর মর্যাদা পেতে পারে না।

নবীর ওয়ারিস হিসেবে উম্মাতের আলেম সমাজের প্রধান দায়িত্বই হলো সঠিক অর্থে এলমে দ্বীন অর্জন করা, সংরক্ষণ করা ও সম্প্রসারণ করা। দ্বীনের সঠিক রূপ মানুষের সামনে উপস্থাপন করা। মানুষের মনগড়া দ্বীন ও মতবাদ, মতাদর্শের অসারতা প্রমাণ করে আল্লাহর দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা। সর্বযুগের সর্বকালের জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূর করে কুরআন ও সুন্নাহর হেদায়াতের মশাল প্রজ্জ্বলিত করা। সর্বোপরি বাস্তবে এ দ্বীনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে মানুষের সমাজ জীবনের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।

এ দায়িত্ব পালন করতে হলে একদিকে যেমন কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক এলেম সরাসরি অর্জন করার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি কুরআন, সুন্নাহ ও এজমায়ে সাহাবার জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে সমসাময়িক বিশ্বের উদ্ভূত সমস্যা ও পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে ইজতেহাদী শক্তি এবং যোগ্যতা অর্জনও অপরিহার্য। এছাড়া নবুওয়াতের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব হতেই পারে না। সন্দেহ নেই প্রথম যুগে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের যুগের আলেমগণ এ দায়িত্ব যথার্থভাবে আনজাম দেয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন।

তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কুরআনের এলেম অবিকৃত অবস্থায় আজকের যুগ পর্যন্ত আমাদের কাছে পৌঁছেছে। কুরআনকে হেফাযত করার দায়িত্বভার তো স্বয়ং আল্লাহই গ্রহণ করেছেন। সেই কুরআনের মধ্যে সরাসরি বিকৃতি ঘটানো সম্ভব না হলেও ইসলামের দুশমন ইয়াহুদী চক্রান্তের হোতাগণ কুরআনের ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক বিকৃত তথ্যের অনুপ্রবেশ ঘটানোর অপচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু সব শতাব্দী এবং সব যুগেই আল্লাহ এমন কিছু বান্দা পাঠিয়েছেন, যারা উলুমে কুরআনকে তার আক্ষরিক অবিকৃতির সাথে সাথে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিকৃতি থেকেও হেফাযত করেছেন। তেমনিভাবে সুন্নাতে রাসূল (স)-এর সংরক্ষণেও প্রথম যুগের ওলামায়ে কেরাম নজিরবিহীন ভূমিকা পালন করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে সুন্নাহর যথার্থতা সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সন্দেহ-সংশয়ের ধুম্রজাল সৃষ্টির অপকৌশল চালানো হয়েছে আজকের দিনে

www.pathagar.com

'এনকারে হাদীসের ফেতনা' একটি সুসংগঠিত ষড়যন্ত্রের রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। উম্মাতের নেতৃস্থানীয় আলেমগণ সর্বযুগেই এসবের সার্থক মোকাবিলা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রকৃতির জাহেলিয়াতের অনুপ্রবেশ থেকে ইসলামী চিন্তাধারাকে মুক্ত ও পবিত্র রাখার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ছয় ঃ সারা দুনিয়ায় আজ এলমে দ্বীনের যে অমূল্য সম্পদ ও অফুরন্ত ভাণ্ডারের আমরা সন্ধান পাই, তা বিভিন্ন যুগের আলেম সমাজেরই অক্লান্ত সাধনার ফসল। আমাদের বাংলাদেশেও এলমে দ্বীনের যতটা চর্চা আজকের দিন পর্যন্ত জারি আছে, তা এ দেশের বিভিন্ন যুগে ওলামায়ে দ্বীনেরই চেষ্টা-সাধনার ফল। বৃটিশ ভারতে ইংরেজদের সর্বগ্রাসী ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করেও তারা এ দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে রাসূলের ওয়ারিস হিসেবে এলমে দ্বীনকে ধরে রেখেছেন, সংরক্ষণ করেছেন। কুরআন, হাদীস ও ফেকাহ চর্চা অব্যাহত রেখেছেন, এটা বাস্তব সত্য। জনগণের মধ্যে আমলের ত্রুটি থাকলেও দ্বীনের প্রতি যে আবেগজনিত একটা সম্পর্ক রয়েছে, তা যে এটারই ফলশ্রুতি এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের উল্লেখিত খেদমতের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে, আজকের প্রেক্ষাপটে, আধুনিক যুগ সন্ধিক্ষণে বর্তমান যুগের আলেম সমাজের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নতুন করে কিছু চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। একথা কারো পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, নবীর রেখে যাওয়া সম্পদ অর্থাৎ যে এলমে দ্বীনের তারা অনুসারী সেই এলমে দ্বীন শুধু আনুষ্ঠানিক ইবাদাত আর নিকাহ তালাকের ফতোয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অথচ পরিস্থিতির শিকার হয়ে আজকের দ্বীন শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবন বিধান রূপে উপস্থাপন করার মত আলেম তৈরি করতে পারছে না। দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ রূপের মধ্যে মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকের যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে, আজকের আলেমে দ্বীন হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিদের খুব নগণ্য সংখ্যকই তা বুঝতে এবং বুঝাতে সক্ষম হচ্ছেন। অথচ তাফাককুহ ফী দ্বীনের দাবিই হলো মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দ্বীনের আলোকে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেবার মত যোগ্যতা অর্জন করা। এ দায়িত্ব পালন করতে হলে অন্তত কিছুসংখ্যক নেতৃস্থানীয়

www.pathagar.com

আলেমে দ্বীনকে ইজতেহাদী শক্তির অধিকারী হতে হবে। সত্যিকারের ফকিহর ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে, দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির একমাত্র সনদ হিসেবে, একটি সর্বব্যাপী ও বিশ্বজনীন আদর্শভিত্তিক আন্দোলন হিসাবে শিখবার এবং শিখাবার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নবী ও রাসূলগণের দায়িত্ব যেহেতু শুধুমাত্র দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এ দ্বীনকে কায়েম করার ও বিজয়ী করার লক্ষে বাস্তবে মাঠে-ময়দানে আন্দোলন পরিচালনাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। অতএব নবীর ওয়ারিস হিসেবে আজকের আলেম সমাজকেও দ্বীনকে দ্বীন হিসেবে শিখবার ও শিখাবার দায়িত্ব আনজাম দেবার পাশাপাশি দ্বীন কায়েমের আন্দোলনেও শরীক হতে হবে। শুধু শরীক হলেই চলবে না বরং অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এটাই আজকের যুগের দাবি।

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পরিস্থিতির কারণে আলেম সমাজ বাঞ্ছিত মানে তাদের এ দ্বীনি দায়িত্ব পালনে সক্ষম হচ্ছেন না, এটা বিবেচনা করে আমরা তাদের ভূমিকা যথার্থ মনে করা না করায় কিছু যায় আসে না। আখিরাতে আল্লাহর কাছে এ অজুহাত আদৌ পেশ করা যাবে কিনা সেটাই ভেবে দেখতে হবে। সত্যিকারের ঈমানী শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে, নবী-রাসূলদের তরিকা অনুসরণ করে, উম্মাতের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের, মর্দে মুমিন, মর্দে মুজাহিদদের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসকে সামনে রেখে যাত্রা শুরু করার পথে আর্থ-সামাজিক অবস্থা কোনো বাধাই হতে পারে না।

সত্যিই যারা নবীদের ওয়ারিস, নবীদের রেখে যাওয়া এলমে দ্বীনের ধারকবাহক, আল্লাহ ছাড়া কাউকে তারা ভয় করতে পারে না, আল্লাহ ছাড়া কারও উপর তারা ভরসা করতে পারে না। অতএব রেজেকের ভয়ে কোনো বাতিল শক্তির সাথে আপোষ করা, কোনো বাতিল শক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়কের ভূমিকা পালন করা তাদের জন্যে আদৌ শোভনীয় হতে পারে না। কোনো অবস্থা, কোনো পরিস্থিতির শিকার হয়ে তারা তাগুতি শক্তির ক্রীড়নক হতে পারে না। তাগুতী শক্তির, নব্য জাহেলিয়াতের কুহেলীকা ভেদ করে সর্বাবস্থায়ই তারা দ্বীনের নির্ভেজাল দাওয়াত জারি

www.pathagar.com

রাখবেন। দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে নির্ভিক সৈনিকের ভূমিকা পালন করবেন। একমাত্র আল্লহর ভয় ও প্রেম বুকে নিয়ে যাদের যাত্রা শুরু হবে, তাদের সংগ্রামের জাগতিক লক্ষ্য যেহেতু মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করা, অতএব মযলুম ও নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের মনে তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকেই সৃষ্টি হবে ভালবাসা। নির্ভেজাল তাওহীদের প্রকৃত দাবিই তো হলো এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সব মানুষের ঐক্য ও সংহতি। অতএব এ তাওহীদের পতাকাবাহী যারা হবে, তারা যেমন আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ হবে, তেমনি আল্লাহর বান্দাদের সাথেও একাত্ম হবে। আলেম সমাজ কথা ও কাজের মাধ্যমে এ ভূমিকা যথার্থভাবে পালন করতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই উম্মাতের নেতৃত্ব তাদের হাতে আসবে—চাইতে হবে না।

কিন্তু যদি এর বিপরীত আল্লাহর পরিবর্তে সমসাময়িক খোদাদ্রোহী শক্তির ভয় প্রাধান্য পায়, অনৈসলামী রাষ্ট্রশক্তির কাছে রেজেকের জন্যে ধরণা দেয়, মযলুম জনমানুষের সাথে একাত্ম হবার পরিবর্তে যালেম ও শোষক শ্রেণীর পক্ষ নেয়, তাহলে রাসূল (স)-এর ভাষায় তারা হবে 'আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী'। আল্লাহ তায়ালা উম্মাতের আলেম সমাজকে এ দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি থেকে রক্ষা করে এমন ভূমিকা পালনের তাওফীক দিন যাতে করে আখেরাতে তাদের মর্যাদা দেখে অন্যান্য নবীগণও ঈষার্ন্বিত হন। আমীন।

❐

www.pathagar.com

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বিজয়ী হবেই

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার যে কাজটি ফরয প্রমাণিত হলো, আল্লাহর বান্দা ও খলিফা হিসেবে যে কাজটি আমাদের প্রধানতম কাজ। রাসূলের উম্মাত হিসেবে যে কাজটি আমাদের একান্তই অপরিহার্য, তার মাধ্যমে আখেরাতের মুক্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিই হলো চরম ও পরম উদ্দেশ্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের গোনাহ মাফ করে দেয়া, আযাবে আলিম থেকে মুক্তি দেয়া, চির বসন্ত বিরাজমান জান্নাতে স্থান দেয়াই যার বড় পুরস্কার। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সেই বড় পুরস্কার ছাড়া আরও একটি পুরস্কার দিতে চেয়েছেন যা মানুষের কাছে পসন্দনীয়, তাহলো এ দুনিয়াতে আল্লাহর সাহায্যে আল্লাহর দ্বীনের বিজয়। আল্লাহ এ ব্যাপারে ঈমানদারদেরকে শুভ সংবাদ দানের নির্দেশও দিয়েছেন।

আল্লাহর এ যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য আজকের দিনে দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। অনেকেই এ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু অনেকের মধ্যে দ্বিধা-সংকোচ পরিলক্ষিত হয় এ কারণে যে, আর কি কখনও এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বিজয়ী হবে ? এ প্রশ্নের জবাবে কোনো দিনক্ষণ হিসেব করে বলা মুশকিল, কবে কোথায় আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হবে। কিন্তু এটা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রাম বিজয়ী হবেই। আগামী দিনের সূর্যোদয় যেমন সত্য, 'দ্বীন বিজয়ী হবেই' একথাটি তার চেয়েও হাজার গুণ বেশি সত্য। তবে সূর্য কখনো রাত ১২ বা ১টার সময় উঠে না। তার উদয়ের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। আল্লাহর দ্বীনের বিজয়টা অবশ্য সময়সীমার সাথে সম্পৃক্ত নয়। এটা সম্পৃক্ত প্রধানত একদল ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য লোক তৈরি হবার সাথে। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন ঃ

وَعَدَاللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ ـ النور : ٥٥

"তোমাদের মধ্য থেকে একদল লোক ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হলে তাদেরকে গোটা বিশ্বের খেলাফত দান করা হবে।"-সূরা আন নূর ঃ ৫৫

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনতার মাঝে এ ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য লোকদের নেতৃত্বে আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তিতে ভাগ্য পরিবর্তনের চাহিদা সৃষ্টি হওয়া।

اِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط ـ الرعد : ١١

"আল্লাহ্ ততক্ষণ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়।"

–সূরা আর রাদ ঃ ১১

আল কুরআনে উল্লেখিত শর্ত দুটি পূরণ হবার সাথে সাথেই আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হবে এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের নিশ্চিত বিজয় সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তি তিনটি ঃ

প্রথমতঃ এটা আল্লাহর ওয়াদা। তিনি সূরায়ে নূরের ৫৫ আয়াতের মধ্যে যে স্পষ্ট ওয়াদা করেছেন, খাঁটি ঈমান ও আমলে সালেহ অর্জনে সক্ষম হলে বিশ্বজোড়া খেলাফত দান করবেন। কোনো ঈমানদার কি আল্লাহর এ ওয়াদা পূরণের ব্যাপারে দ্বিধা-সংশয় পোষণ করতে পারে ? আল্লাহ তো এ কাজটাকে তারই কাজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ কাজ যে করে তাকে আল্লাহর সাহায্যকারী আখ্যা দিয়েছেন এবং আরো পরিষ্কার করে বলেছেন, "যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন।"

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর রাসূলেরও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তার নবুওয়াতের মাধ্যমে দ্বীন বিজয়ী হবার পর তিনি ভবিষ্যতের ইতিহাসকে এভাবে তুলে ধরেছেন, "নবুওয়াতের পরে আসবে খেলাফতের যুগ, তারপর রাজতন্ত্রের যুগ, তারপর স্বৈরতন্ত্রের যুগ, সব শেষে আবার আসবে রাসূলের অনুসরণে খেলাফতের যুগ।" আল্লাহর রাসূলের উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে খেলাফতে রাশেদার পর রাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে, ইতিহাস তাকে প্রত্যক্ষ করেছে। আজ সেই রাজতন্ত্রের যুগ শেষ হয়েছে। মাত্র গুটি কয়েক দেশ ছাড়া আর সব জায়গা থেকে এটা বিদায় নিয়েছে। বাকিগুলোতে একইভাবে বিদায় নিতে বাধ্য। রাজতন্ত্রের বিদায়ের পর মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে দুনিয়ার সব দেশগুলোতেই বলতে গেলে স্বৈরতন্ত্র

www.pathagar.com

চলছে। রাজতন্ত্র যেভাবে বিদায় নিয়েছে, সেভাবে স্বৈরতন্ত্রকেও বিদায় নিতে হবে। সে বিদায়ের পালাও খুব বেশি দূরে নয়, রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে এগুলো যেমন সত্য প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হবার মাধ্যমে খেলাফতের যুগ আসবে। ভবিষ্যদ্বাণীর এ দিকটিও ইনশাআল্লাহ সত্য প্রমাণিত হবে।

তৃতীয়তঃ যাবতীয় যুলুম শোষণের মাধ্যম যে জড়বাদী সভ্যতা ও বস্তুবাদী মতাদর্শ, আজ তারও বিদায়ের ঘন্টা বেজে উঠেছে। ইতোমধ্যেই বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এর কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। অসংখ্য মানুষের মনে হতাশা ও নিরাশার সৃষ্টি হচ্ছে। অনেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আধ্যাত্মিকতার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। এরই পাশাপাশি দুনিয়ার সচেতন মানব গোষ্ঠীর সামনে মুক্তির মহাসনদ হিসেবে ইসলামের উপস্থাপনা শুরু হয়েছে। এ যুগের দুই মহান ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) ও ইমাম হাসানুল বান্না শহীদের উদ্যোগে ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য লোক তৈরি এবং জনমনে ইসলামের ভিত্তিতে ভাগ্য পরিবর্তনের চাহিদা সৃষ্টির আন্দোলন ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক রূপ লাভে সক্ষম হয়েছে। যে দুটি শর্তে আল্লাহ দ্বীনকে বিজয়ী করবেন সেই শর্ত দুটি পূরণের কাজ এখন ব্যাপকভাবে আনজাম দেবার চেষ্টা চলছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের বাংলাদেশেও এ কাজ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এভাবে ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য লোক তৈরি এবং জনগণের মাঝে দ্বীনের ভিত্তিতে ভাগ্য পরিবর্তনের চাহিদা সৃষ্টির কাজ সমান্তরালভাবে দ্রুত এগিয়ে নেয়াটাই আমাদের দায়িত্ব। বাকি ফলাফল আল্লাহর হাতে। তিনি তো তার মুমিনীনে সালেহীন বান্দার হাতে সাফল্য ও বিজয় তুলে দেবার জন্য সদা প্রস্তুত।

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত

লেখকের অন্যান্য বইসমূহ ঃ

কুরআনের আলোকে মুমিনের জীবন
আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
ইসলামী আন্দোলন, সমস্যা ও সম্ভাবনা
মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য
বক্তৃতামালা
ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ

www.pathagar.com